চরক।

পরম পরাৎপর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের

শ্রীচরণ প্রসাদাৎ তদনুগত শিষ্য

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রকাশিত

কলিকাতা।

১১নং বাবুরাম ঘোষের লেন।

শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ইণ্ডিয়া প্রেস, ১০০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্।

কলিকাতা।

সন ১২৯৭ সাল।

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্ম অনন্ত এবং তাঁহার রূপও অনন্ত ও রূপের গুণও অনন্ত, অনন্তের বর্ণনা করিতে গেলেই অন্ত হয় কিন্তু সে গুণের অন্ত নাই, তন্নিমিত্ত দ্রব্যের গুণের অন্ত নাই, যাহার অন্ত যোগীরা করিতে পারেন নাই, অতএব সে বিষয় বলা বৃথা। যাহা কিছু ভগবান বলাইতেছেন তাহাই বলিতেছি, বলাটা প্রাণের দ্বারা হয় এই যে প্রাণ বায়ু তিনি হৃদয়েতে আছেন, তাঁহাকে তাঁহারি দ্বারা অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা নমস্কার করিতেছি। যাঁহার বশে সকল হইতেছে অর্থাৎ প্রাণ না থাকিলে কিছুই থাকে না, এবং প্রাণের দ্বারা যাহা ইচ্ছা হইতেছে তাহাই করিতেছে সেই প্রাণের ইচ্ছার বশে সকল বস্তু ও সকল কর্ম্ম হইতেছে (বাহিরের ও ভিতরের)। বাহিরে—যেমন একটী দোয়াত লইবার ইচ্ছা হইল, দোয়াতটী সেই প্রাণের দ্বারা আনিয়া আপনার নিকট রাখিলেন এবং লিখিতে ইচ্ছা হইলেই সেই প্রাণের দ্বারা লিখিলেন, সেই প্রাণই এই উভয়ের কর্ত্তা। ভিতরের—সেই প্রাণ রহিয়াছেন বলিয়াই আভ্যন্তরিক অনুভব পদ সকল বোধ হয় অতএব প্রাণই সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইতেছেন। কর্ত্তারই সেবা করা উচিত, তন্নিমিত্ত ক্রিয়া করা আবশ্যক এবং যত ভুত হইয়াছে সকলেরই ঈশ্বর প্রাণ হইতেছে, এই প্রাণেশ্বরের সেবার নিমিত্ত আর কি আছে অর্থাৎ প্রাণ তাহা ব্যতীত আর কি দিয়া সেবা করা যায়। সেই প্রাণের বৃদ্ধি

যাহাতে হয় তাহা করা আবশ্যক, তাহা বৃদ্ধি করার নাম প্রাণায়াম হইতেছে, যে প্রাণায়াম সকল বুদ্ধিমানের মত হইতেছে এবং সকল শাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য হইতেছে, তাহা আর কিছু নয় কেবল ক্রিয়া করা, যে ক্রিয়া দ্বারা এই শরীর স্বাস্থ্য লাভ করে, তন্নিমিত্ত ক্রিয়ার স্বরূপ সন্ধ্যা প্রত্যহ করা উচিত। আর প্রাণেতেই সকল প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার আধার এই শরীর হইতেছে; তাহা যদি নিয়মিতরূপে থাকিল ও ক্রিয়া করিলে ভাল থাকে তবে সকলের অনুগ্রহ পূর্ব্বক গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া করা উচিত। যাহাই মহামহা অমোঘ ঔষধি হইতেছে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা। এই একটী কথা লিখিলেই সকল লেখা হইল। ইহা যদি বলেন এ কেবল বলা মাত্র সেই এক হইবার জন্য ক্রিয়া করা আবশ্যক বলিলে ক্রিয়া করা হইল না। সকল এক করার নামই হইতেছে শাস্ত্র এবং যতরূপ অর্চ্চনা আছে সকলেরি প্রথমেই প্রাণায়ামের পর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক রস যাহা সকল রসের রস হইতেছে অথচ সেখানে কোন রস নাই, ইহা প্রায় সকল ক্রিয়াবানেরাই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুভব করেন তাহার পর নেশাতে আনন্দ স্বরূপ বোধ হয়; কিন্তু সেখানে কিছুই নাই তন্নিমিত্ত তাহাকে অসৎ বেদান্তে বলে। আর সৎ তাঁহা হইতেই হইয়াছে তাঁহারি অণুপ্রবেশ দ্বারা তিনিই অর্থাৎ কূটস্থ তন্নিমিত্ত সৎ হইতেছেন, সেই সৎ হইতে প্রাণ বিশিষ্ট জী হইয়াছে। তিনিও অণু স্বরূপ হইতেছেন, যে অণু ব্রহ্মের অণু লক্ষ গুণ সূক্ষ্ম অণু হইতেছেন, তন্নিমিত্তে কেবল বাহিরে কোন অণুতে মন নিবিষ্ট করিয়া রাখিলে সেই অণু অনুভব প্রকাশ হয়। যদি

বলেন যে সকলই দেখেনা কেন—গুরূপদেশ অভাবে এবং রজ ও তম গুণে অভিভূত হইয়া কিছুই অলৌকিক চমৎকার রসের অনুভব করিতে পারে না। ভিতরের অনুভব (ব্যতীত যাহা ক্রিয়া বিনা হয় না) ঔষধাদি দেওয়া কেবল অন্ধকারে ঢেলা ফেলার মতন এক রকমের চেষ্টা হইতেছে কিন্তু যে চেষ্টায় সকল প্রকার রোগ (বাহ্য আভ্যন্তরিক) আরাম হয় সে ওঁকারের ক্রিয়া এই প্রাণেরি হইতেছে তাহা কর্ত্তব্য (অর্থাৎ মনের দ্বারা মনকে আহবান করা) যাহা না জানিলে ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান রোগের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে না, কিন্তু সদা সর্ব্বদা ঐ ক্রিয়া করিলে হঠাৎ সেইটী অনুভব হয়, পরে ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে ভাল হইতে পারে। সেই প্রাণ বায়ুরি বিকারে পীড়া ও মৃত্যু হয়। অতএব স্থিরা, হৃদ্যা আহারাদি করিবে। সেই অসৎ যিনি সকল প্রাণের প্রাণ যাঁহার জাতি নাই আবার কূটস্থের শক্তি দ্বারা ক্ষণিক প্রকাশ হয়, যিনি তেজ, অপ্, অন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ গায়ত্রী হইতেছেন যাঁহার প্রকাশ ভিতরে ও বাহিরে—ভিতরের প্রকাশ না হইলে উপযুক্ত ঔষধাদি কি প্রকারে হইতে পারে। তবে দশটা করিতে করিতে একটা হঠাৎ লেগে যায় এই মাত্র। বর্ষণ বায়ুর দ্বারা ও ঝিল্লিরব ও বায়ু দ্বারা যাহা কর্ত্তৃক ভিতরের ও বাহিরের ঔষধাদিও অনুভব হয় ঔষধি রোগকে নাশ করে ' বিষস্য বিষমৌষধং" বাহিরে ও ভিতরে রোগের উল্‌টা যাহা তাহাই ঔষধি। সকল দ্রব্যের গুণ, অন্তর্লক্ষ্য না হইলে জানা যায় না, অন্তর্মুখ ক্রিয়া না করিলে হয় না অতএব ক্রিয়া করা উচিত। সেই প্রাণই ঋত অর্থাৎ সত্য হইতেছে। প্রাণক্রিয়া ব্যতীত সকল মিথ্যা কারণ সত্যতে না

থাকিলে মিথ্যা, এইরূপ ঋষিরা বলেন। আর যত কথা সব প্রাণেরি হইতেছে, তাহারি মধ্যে হিত ও মিত বাক্য প্রযোজ্য। অতএব আত্মক্রিয়া সকল শাস্ত্রের মত, তাহা করা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া ঈশ্বরেতে মন রাখিয়া ঔষধি দেওয়া উচিত ঈশ্বরকে মনে করা সেও প্রাণের কর্ম্ম প্রাণেরি মৃত্যু সেই মৃত্যু যাহাতে না হয় এ নিমিত্ত ক্রিয়াবানেরা অর্থাৎ দেবতারা সেই প্রাণেরি উপাসনা করেন, তাহারা সত্ত্ব গুণে থাকায় সত্যবাদী হন ও উত্তম লোক প্রাপ্ত হন। এই প্রাণের বোধেতে বিরাটমূর্ত্তি দেখা যায়, আর দেখিবার কর্ত্তা সেই প্রাণই হইতেছে। অতএব সকলেই প্রা.কেই উপাসনা করিতেছে কেহ মনোযোগ পূর্ব্বক কেহ বা অমনোযোগ পূর্ব্বক, এই প্রাণের দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র দেখা যায় ও প্রাণেরি ইচ্ছা হয় প্রাণপণে ও সকল নাড়ী প্রাণ হই-তেছে কেবল স্থানান্তরে নাম .ভদ। প্রাণ অপানের মধ্যে পুরুষ হইতেছেন সেই প্রাণই আসিতেছেন ও যাইতেছেন তাঁহারি নাম মাতরীশ্বরী। এই প্রাণ বায়ুর দ্বারা সকল হইতেছে ও হইবে এবং প্রাণেতেই সকল প্রতিষ্ঠিত। অতএব সেই প্রাণই এই শরীরে আছেন সেই শরীর যাহাতে রক্ষা হয় তাহা করাকর্ত্তব্য। অতএব শ্বাস রক্ষা জন্য যে সকল উপায়াদি আছে, তাহা চরক হইতে ংগ্রহ করিয়া, কোন ক্রিয়াবানের দ্বারা বিতরিত হইল। গোপনে ভাল কর্ম্মের অধিক ভাল—এ প্রযুক্ত নাম অব্যক্ত রাখিলাম তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল। গর্ভ বিবরণ জানা স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক ও পুরুষ শারীরিক স্থান জানা আবশ্যক ও উভয়েরি উভয় জানা ভাল, ও ঋতুচর্য্যা জানা অতি আবশ্যক শরীর রক্ষা জন্য আর বেগ ধারণের নিমিত্ত, ব্যাধির প্রশমন যাহাতে হয় তাহাও

আবশ্যক। উপযুক্ত সকল লেখা হইল অথর্ব্ব বেদের ২৩ প্রপাঠক ১১ কাণ্ড প্রথম অনুবাদ ৩ মন্ত্রের তাৎপর্য্য লইয়া।

প্রকাশক

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।

ওঁ

চরক।

তপ, উপবাস, বেদাধ্যায়ন, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত এই সব যাহারা সেবা না করে, তাহাদের রোগ বিঘ্নস্বরূপ উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ যাহারা ক্রিয়া করে তাহাদিগের প্রায় রোগ হয় না; কিন্তু নিয়ম মতন করিলে।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারের মূল আরোগ্য হইতেছে; কিন্তু রোগ সকল আরোগ্যকে নষ্ট করে এবং মুক্তি ও জীবনকেও নষ্ট করে; অতএব ক্রিয়াবানেরা গুরূপদেশে যথোচিত ক্রিয়া করিলে তাঁহাদিগের শরীর নিরোগ পরমায়ু বৃদ্ধি এবং পরিণামে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়; অতএব শরীর রক্ষার্থে গুরুআজ্ঞা সদা কাল প্রতিপালন করিবে। যাঁহারা রজ তম গুণ হইতে বিশেষ প্রকারে সৎগুণের ক্রিয়ার দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহাদের তিনকাল ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের অব্যাহত জ্ঞান বিদ্যমান আছে কারণ তাঁহাদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়াছে ও সমদমাদি সাধন চতুষ্টয় বিশিষ্ট হইয়া পরাবুদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছে, অতএব তাঁহাদিগের বাক্য অরজস্তম হেতু প্রামাণ্য কিন্তু প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রধান, তাহার লক্ষণ এই হইতেছে আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ইহাদিগের সন্নিকর্ষ হেতু বিষয়েতে প্রবর্ত্ত হইতেছে, তৎকালে যে বুদ্ধি প্রকাশ হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে

অর্থাৎ মনকে আত্ম ক্রিয়ার দ্বারায় বশ কবিলে ক্রিয়াব পরাবস্থায় প্রত্যক্ষ স্থিতি অনুভব ক্রিয়াবানেরা কবিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা আব প্রত্যক্ষ কি আছে! সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় যুক্ত থাকিলে মোক্ষ হয় কারণ যত বস্তুতে ভাব তাহা ক্রিয়ার দ্বাবায় অভাব কবে। বায়ুই ভগবান হইতেছেন, সেই বায়ুর বিকাব না হইবাব নিমিত্ত উষ্ণ জলের সহিত ঘৃত পান করিবে। তাহা খাইলে প্রাণকে বৃদ্ধি ও আত্মার বক্ষা হয। আত্মা হইতে বোগ সকল উৎপত্তি হয, অতএব শবীর ও আত্মাকে বক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সাহসকর্ম্ম ত্যাগ কবিবে আপনার জীবন রক্ষা করিয়া, সাহস (অর্থাৎ পবদাবাদিগমন) কাবণ জীবনই পুরুষ হইতেছেন সে ঐ পুরুষ আপনাব কর্ম্মের ইষ্ট ফল ভোগ কবেন। ক্রিয়া করিবে ও অন্যদিকে মন দিবে না, আত্মা ব্যতীত অন্য সব পবিত্যাগ করিবে, শবীবকে সর্ব্বদা রক্ষা কবিবে; কারণ শবীর না থাকিলে আত্মা নাই এবং আত্মা না থাকিলে কিছুই নাই। বুদ্ধিমান অর্থাৎ ক্রিয়ার পব অবস্থায় যিনি থাকেন তাঁহাব বিষম ভোজন হেতুতে অনেক কষ্টতম রোগ ধপন্ন হয়। হিতাশী অথাৎ ধন আয়ু যাহাতে বৃদ্ধি হয় আর হিতের জন্য যাহাতে ধন আয়ু বৃদ্ধি হয় তাহা করিবে এবং মিতাশী অর্থাৎ পবিমিত ভোজী ও কালভোজী অর্থাৎ নিয়মিত কালে ভোজন এবং জিতেন্দ্রিয় হইবে।

আয়ু বৃদ্ধিব হেতু দৈব ও পুরুষকার হইতেছে। দৈব ও পুরুষকারেব উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট আছে। পূর্ব্ব জন্মের আত্মকৃত যে কর্ম্ম তাহাকে দৈব বলে। বর্ত্তমান কালে যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে পুরুষ-

কার কহে অতএব। দৈব ও পুরুষকার জনিত ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত ক্রিয়াবানদের গুরূপদেশানুসারে ক্রিয়ায় মনোভিনিবেশ সতত কর্ত্তব্য। প্রমাণ গীতাতে—যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা”—যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি জ্বালানি কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে হে অর্জুন! সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকে ধ্বংস করে। দৈব এবং পুরুষকার ইহার মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি কিছুতেই সম্বদ্ধ নহেন। সেই পুরুষ কি, এবং সেই পুরুষ হইতে যে সকল রূপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা যথাক্রমে সন্নিবেশিত হইতেছে।

(১) দ্রব্যের ভেদে পুরুষের কয় প্রকার ভেদ হয়। (২) পুরুষ কি প্রকারে কারণ হইলেন। (৩) পুরুষ কোথা হইতে উৎপত্তি হইয়াছেন। (৪) তিনি সর্ব্বজ্ঞ কি অসর্ব্বজ্ঞ। (৫) তিনি নিত্য কি অনিত্য (৬) প্রকৃতি কি ও বিকার কত। (৭) পুরুষের কি চিহ্ন তিনি নিষ্ক্রিয় ও স্বতন্ত্র এবং বশী, সর্ব্বগ, বিভু আত্মজ্ঞেরা আত্মাকে কহেন ও ক্ষেত্রজ্ঞ ও সাক্ষী বলেন। তিনি যদি নিষ্ক্রিয় তবে ক্রিয়ার জন্য ঈশ্বর বিদ্যমান হইতেছেন কি প্রকারে? আর যদি বল তিনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বীয় তন্ত্রে নিবিষ্ট যে ঈশ্বর তবে অনিষ্ট যোনিতে কি প্রকারে জন্ম হয়। তিনি যদি বশী হন তবে কি প্রকারে প্রাণিদের মন অন্য দিকে বশীভূত হয় বল-পূর্ব্বক। তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ হন তবে অন্যের বেদনা কেন না জানিতে পারেন। তিনি যদি বিভু হয়েন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হন তবে পর্ব্বত ও প্রাচীর ব্যবহিত হইলে কেন আত্মা দেখিতে পান না। ক্ষেত্রজ্ঞ—কিন্তু এই সংশয় যে ক্ষেত্র পূর্ব্বে কি ক্ষেত্রজ্ঞ পূর্ব্বে? শরীর বিনা আত্মা কোথায় যদি শরীর প্রথমে হয় তবে আত্মার

অনিত্য ও সাক্ষী যদি হন তিনি ব্যতীত অন্য কেহ কর্ত্তা নাই তখন তিনি আবার কাহার সাক্ষী হইবেন, নিষ্কি যাদি এই সাত প্রশ্ন হইতেছে।

(১) আত্মার বিকার নাই তবে কি প্রকারে বেদনা যুক্ত আত্মা হন? (২ সেই আত্মার চিকিৎসা ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান ইহার মধ্যে কাহার করা যায়? ভবিষ্যতের যদি চিকিৎসা করা যায় সে তো উৎপত্তি হয় নাই, আর যদি অতীতের চিকিৎসা করে তাহা হইলে সে অনাগম অর্থাৎ যে গত হয় সে তো ফিরে আসে না, যদি বর্ত্তমানের চিকিৎসা করা যায় সেতো তখন সম্পূর্ণ হয় নাই অর্থাৎ যাহা রোগের লক্ষণ হওয়া উচিত তাহা ক্রমশঃ হইতেছে অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর, এই সব সংশয় হইতেছে, বেদনা অর্থাৎ পীড়ার কারণ কি এবং তাহার আশ্রয়ই বা কি? অর্থাৎ কি হইতে উৎপত্তি হইতেছে; কেন পীড়া সকল নিংশেষরূপে নিবৃত্তি হয়, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বসংযোগ হইতে নির্গত এমত যে প্রশান্ত ভূতাত্মা তাঁহাকে কোন্ চিহ্নের দ্বারায় জানা যায়?

উ। (১) পঞ্চভূত আর চেতনা এই ষষ্ঠ ধাতুর সংযোগে পুরুষ জেনো, আর কেবল এক চেতনা ধাতু তিনিও পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম।

পুনশ্চ ধাতু ভেদের দ্বারায় চতুর্ব্বিংশতি রাশি সংজ্ঞক পুরুষ যথা—মন ও দশ ইন্দ্রিয় পঞ্চার্থ অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আর অষ্ট ধাতু রূপ প্রকৃতি এই চতুর্ব্বিংশতি রাশি সংজ্ঞক পুরুষ হইতেছেন। অভাব আর ভাব এই দুটি মনের বোধ সে কিসে হয়, আত্ম ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থের সন্নিকর্ষের বর্ত্তমান হইলে

উদয় হয়। তাহা নিকটে বিশেষ প্রকারে ধারণ হেতু মনের জ্ঞান প্রকাশ হয়। অর্থাৎ যখন মন বিষয়ে অর্থাৎ বস্তুতে প্রবেশ করেন, বস্তুও মনে প্রবেশ করে অর্থাৎ কিয়ৎ কালের নিমিত্তে প্রতিবিম্বিত থাকে তখন মন স্থির বুদ্ধি দ্বারায় তাহাকে নিশ্চয় করে। অণুত্ব ও একত্ব মনের এই দুইটি গুণ, এবং চিন্ত্য বিচার্য্য, ঊহ্য, ধ্যেয়, আর সংকল্প ও মনের গুণ এতৎ ব্যতীত যে কিছু মনের জ্ঞেয় সে সকল জানিবা অর্থাৎ বিষয়। অর্থাৎ মন সূক্ষ্ম প্রবেশী আর একত্ব প্রকৃতি পদার্থের অভেদ চিন্তন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম চিন্তা করা এবং তাহাতে বিচার, ঊহ্য—তাহাতেই মুগ্ধ অর্থাৎ দেখাতে মুগ্ধ ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় মুগ্ধ, ধ্যেয় অর্থাৎ স্থূল বিষয়ের ধ্যান ও সূক্ষ্ম ব্রহ্মের ধ্যান, সংকল্প অর্থাৎ ব্রহ্ম পাইবার সংকল্পে ক্রিয়াদি করা ও স্থূল বিষয়ের প্রার্থনা করা।

মনের কর্ম্ম ইন্দ্রিয় সকলের অভিগ্রহ অর্থাৎ সকল বস্তুতে সম্যক প্রকারে থাকা এবং সেই ইন্দ্রিয় সকলের নিগ্রহানন্তর পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে ভাল মন্দ বিচার হওয়ার পর পরং বুদ্ধি অর্থাৎ পরা বুদ্ধি (ক্রিয়ার পর অবস্থা) উৎপন্ন হয় মনের সহিত বর্ত্তমান যে ইন্দ্রিয় তাহার দ্বারায় ইন্দ্রিয়ার্থ সকল, শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শণ, ঘ্রাণ আস্বাদন গ্রহণ হয়, অর্থাৎ ক্রিয়াবানেরা যখন ক্রিয়াতে না থাকিয়া স্ত্রী, গীত বাদ্যাদি সাংসারিক বিষয়ে যখন থাকেন তদবস্থায়—অনন্তর যথা গুণ ও যথা দোষ যুক্ত মনের দ্বারায় কল্পনা করে অর্থাৎ ক্রিয়াবানেরা ক্রিয়া মার্গারূঢ় হইয়া ভাল মন্দ কল্পনা করিতে থাকেন। তাহার মধ্যে বিষয়ে যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বলিতে এবং করিতে নিশ্চয় হয়, অর্থাৎ

চিত্ত বিষয় অর্থাৎ সাংসারিক কার্য্য বিষযে কল্পনা করিয়া যে বুদ্ধি নিশ্চয হয় তাহা দ্বারাতে বুদ্ধি পূর্ব্বক সংসারের সকল কার্য্য করে।

পঞ্চভূতদিগেব সহিত একটি ইন্দ্রিযেব সহিত যুক্ত হইয়া পঞ্চ কর্ম্মকে অনুমান কবে যাহা হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সাংসারিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস, গন্ধেব দর্শনাদি কার্য্য বোধ করে সে কে না মন। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয হস্ত, পাদ, গুদ, জিহ্বা, গমন কর্ম্ম বিষযে দুই পা, দুই হস্ত গ্রহণ ও ধাবণের নিমিত্ত, আব গুহ্য আর উপস্থ বিসর্গেব নিমিত্ত অর্থাৎ মল মূত্র ত্যাগের নিমিত্ত আর জিহ্বা বাগিন্দ্রিয সত্য জ্যোতি তম আব অমৃত বক্যেব নিমিত্ত জানিবে। অর্থাৎ সত্যবাক্য অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষযে যে গুরূপদেশ জ্যোতি ও তম, কূটস্থ ক্রিযাবানেব দেবদৃষ্টি গোচব অনুভব অর্থাৎ মিথ্যা ক্রিযা ব্যতীত সাংসারিক বিষয়ে থাকা হইতেছে। আকাশ বাযু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূত ইহাব গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস, গন্ধ হইতেছে।

গন্ধ গুণ হইতে পূর্ব্ব প্রত্যেক গুণেব, দশ গুণ কবিযা বৃদ্ধি হয।

তাহাদেব মধ্যে পূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ পরের গুণ বৃদ্ধি হয়, প্রথমে ১ গুণ হয় এই প্রকাব গুণীভূত পদার্থেব মধ্যে ক্রমশঃ গুণ বৃদ্ধি হয জানিবে। অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূতের যে গুণ তাহা ব্রহ্মের অণু হইতে নির্গত হইযাছে, তদনুসাবে ব্রহ্মের অণু এক আকাশের ১০ বাযুতে ১০০ অগ্নিতে ১০০০ জলেতে ১০০০০ পৃথিবীতে ১০০০০০। এই প্রকারে পূর্ব্ব হইতে পর পর গুণেতে ১০ গুণ বৃদ্ধি হইয়া জগৎ সৃষ্টি হইযাছে।

পৃথিবীর খর গুণ অর্থাৎ যাহার দ্বাবায় শরীর স্নেহ রহিত হয়

জলের দ্রবগুণ, বায়ুব চলগুণ, আব তেজের উষ্ণগুণ আকা-শের শব্দগুণ যথা ক্রমে এই সকল লক্ষণ দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ এসকল পরীক্ষিত।

উক্ত যে সকল লক্ষণ ইহা সব স্পর্শেন্দ্রিয়গোচর আব সবিপর্য্যয যে স্পর্শনীয বস্তু তাহাও স্পর্শেন্দ্রিয়ে জানা যায়।

গুণ ভূত পদার্থদিগের শরীরে গুণ সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার লক্ষণও বলা হইয়াছে, বিষয় গোচর গুণ সকল তাহাদের জানিবার বিষয় হইয়াছে শব্দাদি গুণ।

জন্তুদিগের যে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া যে বুদ্ধি উদ্ভব হয় সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় সেই বুদ্ধি প্রাপ্ত করে আর মনের দ্বারাতে মানসিক বুদ্ধি উৎপন্ন হয়—শব্দের দ্বারায় শ্রবণ, স্পর্শের দ্বারায় স্পর্শ বোধ হয়, রূপের দ্বারায় দর্শন, রসের দ্বারায় আস্বাদন, গন্ধের ঘ্রাণ বোধ এই সকল ইন্দ্রিয়ে আশ্রয় করিলে এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, আর মন অতীন্দ্রিয় বিধায় তাহার গুণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে পৃথক সুতরাং তাহা হইতে যে বুদ্ধি তাহাকে তদ্ভাবা বুদ্ধি বলা যায়।

ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থদিগের কার্য্যভেদ নিমিত্ত নানা প্রকার বুদ্ধি হয়, আত্মা ইন্দ্রিয় মন এবং ইহাদিগের রূপের সন্নিকর্ষেতে করে একটি একটি বুদ্ধি হয় আর বিনাযন্ত্র নখের দ্বারায় যেমন পৃথক পৃথক শব্দ হয় সেই প্রকার সংযোগজা বুদ্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় আত্মা মন ইন্দ্রিয়ের অর্থ (শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ) ও মনের অর্থ ইহার দিগের পরস্পর দুই বা ততোধিকের যোগে পৃথক পৃথক বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।

বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন ও অর্থ ইহাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ যে সে যোগ

ধর ব্রহ্মকে জানিবে, ইনি চতুর্ব্বিংশতি রাশি সজ্ঞক পুরুষ জানিবে, এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইল।

(২) রজ আর তমের দ্বারায় যুক্ত যে পুরুষ তাহার অনন্ত সংযোগ হয়, এবং রজ তম হইতে নিরাবৃত হইলে, সত্ত্বুদ্ধি উদ্ভব হয়, এই বুদ্ধিতে কর্ম্মফল ও জ্ঞান বিদ্যমান থাকে আর ইহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে স্বভাবেতে মোহ সুখ দুঃখ জীবন এবং মরণ থাকে অর্থাৎ সুষুম্নাতেই এই সব থাকে।

এই প্রকার তত্ত্বের দ্বারায় যিনি বোধ করেন তিনিই প্রলয় আর উদয় জানিতে পারেন এবং পারম্পর্য্য চিকিৎসা ও আর যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাহাও জানিতে পারেন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, যদি পুরুষ না থাকেন তবে আলো ও অন্ধকার সত্য মিথ্যা বেদ সকল শুভাশুভ কর্ম্ম হয় না। কর্ত্তা এবং যাকর্তৃক সব জানিতেছে এই সকলও হয় না অর্থাৎ পুরুষ সকলের মূল হইতেছেন।

যদি পুরুষ না থাকেন তবে বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থা হয় না। শরীর, সুখ, পীড়া, গতি, অগতি, বাক্য, শাস্ত্র, জন্ম, মরণ, বন্ধ, মোক্ষ এই সকল হয় না অতএব যেহেতুতে সেই হেতুতে পুরুষই কারণ ইহা ব্রহ্মবিদেরা বলিয়াছেন।

আত্মা যদি কারণ না হন তাহা হইলে পৃথিবী আদি অহেতুক হয় এবং জীবেতে ও জ্ঞানের সম্ভাবনা হয় না, আর পৃথিব্যাদির প্রয়োজন থাকে না যথা কুম্ভকার ব্যতীত কেবল মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র তাহাদের দ্বারায় ঘট উৎপন্ন হয় না, আর যেমন ঘরামি ব্যতীত মৃত্তিকা তৃণ কাষ্ঠ দ্বারাতে ঘর প্রস্তুত হয় না। এই প্রকার যিনি বলেন তিনি দেহকে কারণের দ্বারায় উৎপন্ন হইয়াছে

বলেন। অজ্ঞান হেতু বিনা কর্ত্তায় উৎপন্ন হইয়াছে একথা যিনি বলেন তিনি যুক্তি অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত যে যুক্তি, আর আগম অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র ও যুক্তি বহিষ্কৃত হইতেছেন সকল প্রমাণের দ্বারায় পুরুষ যে কারণ, তাহা উপলব্ধি হয়।

কোন কোন ঋষিরা ইহা বলেন যে এক আদি পুরুষ আছেন তাহা হইতে মনুষ্য পারম্পর্য্য উৎপন্ন হইয়া তৎসদৃশই প্রাপ্ত হয়, আবার কোন ঋষিরা ইহাও বলেন যে সারূপ্য হইতে পারম্পর্য্য মনুষ্য উৎপন্ন হয় অর্থাৎ মনুষ্য হইতে মনুষ্য অশ্ব হইতে অশ্ব ইত্যাদি, এই প্রকার তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রকার মত যাঁহাদের তাঁহাদের মতে সারূপ্য হইতে উৎপন্ন মনুষ্যাদির আত্মা ঈশ্বর রহিত। (ইহা ভাল বিবেচনা হয় না) ইহার কারণ এই যে পুরুষ কর্ত্তাও নহে ভোক্তাও নহে, আর তাহাদের মতে অন্য সদৃশ মনুষ্যকৃত ফল অন্য মনুষ্য ভোগ করে যাঁহারাই ঐ নিরীশ্বর আত্মা বলেন। যাহা বলিয়াছেন তাহা অসম্ভব কারণ যিনি পুরুষ তিনি কর্ত্তা এবং তিনিই ভোক্তা, যথা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহারা এক পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া চক্ষুর দ্বারা দর্শন কর্ণের দ্বারা শ্রবণ জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন আদি ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু সকলেরি মূল পুরুষ তিনি যে অবয়বে যুক্ত হইবেন সেই অবয়ের সেই অবয়েবেরি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তাহারি ন্যায় কার্য্য করেন কিন্তু যে অবয়বে যে প্রকারই কার্য্য হউক তাহার মূল ঈশ্বর অতএব মনুষ্য যে প্রকারই অবয়ব বিশিষ্ট হউক, তাহার মূল আদি সেই পুরুষ, করণ সকলের ভেদ দেখা যায় কিন্তু কর্ত্তা সেই একি কর্ত্তা মাত্র, যেহেতু করণের দ্বারা করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, কর্ত্তা যুক্ত,

হইয়া সকল কর্ম্মেরি তিনি কারণ হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমাত্মা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়তে যুক্ত হইলে দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান যুক্ত হন, তিনি একবস্তু মাত্র আকৃতি ভেদ স্থান সকলের সংযোগ হইয়া পৃথক পৃথক জ্ঞান সম্পন্ন হয়।

প্রাণিদিগের বিনাশ কালে, নিমেষ কাল হইতেও কাল শীঘ্রতর হয়, আর বিনাশ হইয়াছে যাহারা তাহাদিগের পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইলে অন্য কর্ত্তাকে প্রাপ্ত হয় না; ব্রহ্মবিদেরা এই সকল মানিয়াছেন, সেই হেতু তিনিই কারণ প্রাণিদিগের ক্রিয়ার উপভোগ কালে তিনিই নিত্য পুরুষ সংজ্ঞক হন।

বর্ত্তমান প্রাণিদিগের পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফলকৃত অহঙ্কার ফল আর শুভাশুভ কর্ম্ম এক দেহ হইতে অন্য দেহেতে গতি ও স্মৃতি বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম করিবে পর জন্মে তদনুযায়ী ভোগ হয়।

যেহেতু অনাদিত্ব প্রযুক্ত পরমাত্মার উৎপত্তি হয় না কিন্তু মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ, এই কর্ম্মেতে উৎপত্তি যে পুরুষ তিনি রাশি সংজ্ঞা হন, সেই রাশি সংজ্ঞক আত্মজ্ঞ পুরুষের করণ সকলের (ইন্দ্রিয় সকল) যোগের দ্বারায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই করণদিগের অবিমলতা হেতু না অযোগের কারণে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না দৃষ্টান্ত যথা পরিস্কৃত দর্পণে যেমন মুখ সুন্দর রূপ দেখা যায় কিন্তু মলিন হইলে সে প্রকার হয় না, চিত্তেরও তথা জানিবেন।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই সকল করণ কর্ত্তার সংযোগে কর্ম্ম ও বেদনাবুদ্ধি হয়।

এক যে আত্মা তিনি কিছু উৎপন্ন করিতে পারেন না ভূতাত্মা ফল ভোগ করেন, সংযোগেতে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, সংযোগ

ব্যতীত কোন পদার্থ হয় না কেবল মাত্র এক পদার্থে অন্য পদার্থ উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং যাহার (অর্থাৎ ব্রহ্ম) হেতু নাই তাহাও উৎপন্ন হয় না স্বভাবের শীঘ্র গমন হেতু পদার্থ (অর্থাৎ ব্রহ্ম) পরিবর্ত্তন হয় না। যিনি অনাদি তিনি নিত্য পুরুষ ইহা হইতে বিপরীত তিনি হেতুজ্ঞ (অর্থাৎ অনিত্য পুরুষ) তিনি সৎ বর্ত্তমান থাকিয়া আকারে নিত্য বোধ হন, ইহা হইতে অন্যথা হেতু মৎ অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ ঘটাদি বৎ।

অনাদি পুরুষই কোন নিত্য ও ভাব হেতু তাহাকে জ্ঞান ভাব হেতু (ভাব অর্থাৎ ধর্ম্ম) জানা যায় না কারণ জানিতে গেলে দুষ্ট হইয়া পড়ে, উৎপন্ন, হেতু দ্বারায় জানা যায় (হেতু অর্থাৎ ব্রহ্ম) তিনি ভাব হেতুতে অর্থাৎ ধর্ম্ম হেতুতে সেই অনাদি অব্যক্ত অচিন্ত্য তাঁহাকে জানিবে, অন্যথা ব্যক্ত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারায় যাহাকে গ্রহণ করা যায় সেই পুরুষ ব্যক্ত, আর ইন্দ্রিয়াদির দ্বারায় যাহাকে বোধ করা যায় না তিনি অচিন্ত্য অব্যক্ত পুরুষ।

যিনি অব্যক্ত আত্মা তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ সনাতন বিভু (অর্থাৎ ব্যাপক) অব্যয় এবং নিমিত্ত উপরোক্ত হইতে ভিন্ন তিনি ব্যক্ত, ব্যক্ত ও অব্যক্তের যে দুই প্রকার ভেদ তাহা বলা হইতেছে তাহার মধ্যে যাহাকে ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারায় গ্রহণ করা যায় তাহাকে ঐন্দ্রিক ব্যক্ত কহে, আবার উহা হইতে ভিন্ন যে তাহার নাম অব্যক্ত লক্ষণের দ্বারায় অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য অর্থাৎ কূটস্থ ও ক্রিয়ার পর অবস্থা। আকাশাদি পঞ্চভূত, বুদ্ধি অব্যক্ত, অহঙ্কার এই অষ্ট ভূতদিগের প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ষোড়শ বিকার যথা—পঞ্চ বুদ্ধিন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মন এই ষোড়শ বিকার জানিবে।

অব্যক্তকে ত্যাগ করিয়া উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, আর এই ক্ষেত্রের মধ্যে যিনি অব্যক্ত তাহাকে ঋষিগণেরা ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন।

অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি উৎপত্তি হয় আর বুদ্ধি হইতে আমি ইত্যাকার বোধ হয় আর আমি অর্থাৎ অহঙ্কার ভূত সকলকে যথাক্রমে গ্রহণ করে।

অহঙ্কার পঞ্চ ভূতের সংযোগ গ্রহণ করিলে তদনন্তর সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশিত হইলে তাহাকে জাত বলে, আবার প্রলয় হইলে ইষ্ট ভাবের দ্বারায় বিশেষ রূপে সংযোগ হন পুরুষ ভূতে যুক্ত হইয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত প্রাপ্ত হন, আবার ব্যক্ত হইতে অব্যক্তকে প্রাপ্ত হন, ইহা কেবল রজ ও তম গুণের দ্বারায় আবিষ্ট হইয়া চক্রবৎ পরিভ্রমণ করেন অর্থাৎ যাহারা সংসারে আছেন তাহাদেরি রজ ও তম গুণের ক্রিয়া দ্বারায় পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু গ্রহণ করিতে হয় যাবৎ সংসার বাসনা ত্যাগ না হয় তাবৎ মুক্ত হন না।

যাহাদের দ্বন্দ্বে আসক্তি হইয়াছে আর অহঙ্কারনিষ্ঠ যাহারা হইয়াছে তাহাদেরি জন্ম মৃত্যু হয় কিন্তু যাঁহারা দন্দ্বে আসক্ত নাহেন ও অহঙ্কারনিষ্ঠ না হন তাহাদের জন্ম মৃত্যু হয় না অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থা হইলে এবং গুরু আজ্ঞাক্রমে সর্ব্বদা ক্রিয়া করিলে তাহাদের জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে।

"ইচ্ছা দ্বেষং সুখং দুঃখং প্রযত্নশ্চেতনা ধৃতি। বুদ্ধি স্মৃতি অহঙ্কারো লিঙ্গানি পরমাত্মনোঃ।" পরমাত্মার এই সকল লিঙ্গ। প্রাণবায়ু, অপান বায়ু, নিমিষোন্মি জীবন মনের গতি ও ইন্দ্রিয় সকলের ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চার প্রেরণ ও ধারণ নিদ্রাতে দেশান্তরে গতি ও মৃত্যু

আর দক্ষিণ চক্ষের অঙ্গুলির দ্বারায় পার্শ্ববন্ধ করিলে বাম চক্ষে দেখা যায় সেই প্রকার বাম বন্ধ করিলে দক্ষিণে দেখা যায়, ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি অহঙ্কারের দ্বারা যেহেতু জীবিত অবস্থায় এই সকল লিঙ্গ বোধ হয় মৃত্যু হইলে তাহাতে আত্মার লিঙ্গ থাকে না সেই হেতু মহর্ষিরা বলিয়াছেন যথা— আত্মা এই শরীর হইতে গত হইলে পঞ্চভূতের অবশেষ হেতু এই শরীর শূন্যাগার অচেতন হয় যে কারণে সেই কারণে তাহাকে পঞ্চত্ব বলে। এই শরীর হইতে আত্মা নির্গত হইলে পঞ্চ ভূতের অবশেষ নিমিত্ত তাহাকে পঞ্চত্ব বলে।

এই শরীরে যে মন সে অচেতন ও ক্রিয়াবৎ অন্য কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ চেতন হন, আর সেই পরমাত্মার সহিত মন যুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ক্রিয়া সকল নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ মন নিজে অচেতন পরমাত্মার যোগ হইলে চেতন হন, এবং বিষয় কর্ম্ম সকল অনুভব করেন।

যেহেতুতে আত্মা চেতন সে হেতুতে তাঁহাকে কর্ত্তা বলে আর মনের অচেতন নিমিত্ত তাহাকে ক্রিয়াবৎ বলে না অর্থাৎ আত্মাই চেতন তিনি কর্ত্তা মন তাহার সহিত যুক্ত হইয়া সংসারের সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন।

যে প্রকার নিজ আত্মার দ্বারায় আত্মাকে সকল যোনিতে গতি করে, প্রাণের দ্বারায় প্রাণ বিস্তার করে অন্যের অন্য তন্ত্রক নহে তন্ত্রক অর্থাৎ বিস্তারক অর্থাৎ ক্রিয়াবানেরা ক্রিয়ার দ্বারায় আত্মা বশীভূত হইলে তাহাদের সর্ব্বজ্ঞত্ব ভাব হয় এবং এ প্রাণী হইতে অন্য প্রাণীতে গতি করিতে পারেন ও প্রাণের দ্বারায় প্রাণকে বিস্তারিত করিতে পারেন।

বশী সেই কর্ম্মই করেন যাহা করিয়া ফলভোগী হবেন, বশী

চিত্তকে সম্যক প্রকারে ধারণ করেন ও বশী জগতের সকল বস্তুকে ত্যাগ করেন, অর্থাৎ সাধকগণ গুরূপদেশে ক্রিয়া করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল ও সংসার বাসনা রহিত হইয়া প্রকৃতি পুরুষের ভেদ শূন্য ও একত্রীভূত হন এই প্রকার আত্মাকে বশী কহা যায়।

যে হেতুতে আত্মা সর্ব্বগত সেই হেতুতে স্বীয় স্বীয় সংস্পর্শেন্দ্রিয়ে দেহী, আর সকল বস্তুতে তিনি লেগে আছেন বলিয়া তিনি সর্ব্ব এই হেতু আত্মা বেদনা বোধ করেন না, আত্মা ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়েতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অবস্থিতি করাতে এক ইন্দ্রিয়ের বিষয় অন্য ইন্দ্রিয়ে অবগত হইতে পারে না এবং ভিন্ন শরীরের বিষয় অবগত হইতে পারে না অর্থাৎ যখন বশী নহে।

যে হেতু সেই আত্মা সর্ব্বগত ও মহৎ এই নিমিত্ত তাহার বিভুত্ব আর মনের সমাধান হেতু আত্মা আবৃত হইয়াও দেখিতেছেন অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারায় সিদ্ধ হইলে যখন চিত্তের কল্পনা রহিত হয় তখন আত্মা সর্ব্বগত হন এবং মনের সহিত কেবল আত্মসংযোগ থাকিয়া সংস্কার শেষ হেতু উভয় উভয়ের দর্শক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

দেহ ও কর্ম্মের অনুরূপ মনের সহিত যুক্ত হইয়াছেন যে আত্মা তিনি নিত্য অনুবন্ধ প্রাপ্ত হয়েন আর এক যোনিতে স্থিত হইলে সকল যোনি প্রাপ্ত হন জানিবে অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে মনের সহিত আত্মাযুক্ত হইয়া ফলানুরূপ যোনি প্রাপ্ত হয়েন, আর যখন সর্ব্বশূন্য হইয়া কেবল একমাত্র হন তখন সকল যোনিতে গমন করেন অর্থাৎ সর্ব্ব ব্রহ্মময়।

আত্মার আদি নাই আর ক্ষেত্র পারম্পর্য্যানাদি এই নিমিত্ত উভয়ের অনাদিত্ব হেতু পূর্ব্বে যে কি তাহা বলা যায় না।

(জ্ঞ) যিনি তিনি সাক্ষী (অজ্ঞ) যিনি তিনি সাক্ষী নহেন অতএব সকল ভূতেরি সম্বন্ধে সকল ভূতেরি যে সকল ধর্ম্ম তিনি আত্মা সাক্ষী বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ (জ্ঞ) কি জীবাত্মা আর (অজ্ঞ) কি ব্রহ্ম ক্রিয়ার পর অবস্থা যিনি ব্রহ্ম তাহাতে জ্ঞান, অজ্ঞান থাকিতে পারে না অতএব আত্মাই সর্ব্বেসর্ব্বা এই নিমিত্ত তিনিই সাক্ষী অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

কখন এক যে ভূতাত্মা তাঁহাকে লক্ষণের দ্বারায় বোধ করা যায় না, সেই অনুলভ্য একের বিশেষ লক্ষণ কিন্তু বর্ত্তমান হয় না অর্থাৎ ক্রিয়াবানেরা ক্রিয়া করিতে করিতে সমাধি অবস্থায় যখন মন ও আত্মা একত্র হয় তাহাকে এক বলে সেই অবস্থা এক কি দুই তাহারা বুঝিয়া দেখিবে অর্থাৎ সেই সময় আত্মার কোন ধর্ম্ম বা চিহ্ন কিছুই থাকে না।

পুরুষের ইষ্টসংযোগ বেদনা কর্ত্তৃক পৃথক, যেখানে নিয়ত বেদনা সেই স্থানেই তৎকর্ত্তৃক পৃথক অর্থাৎ পুরুষ আত্মার তাহার অভিলষিত সংযোগ যে স্থানে জানা যায় সেই স্থানেই বিশেষ এবং আর যেখানে বাত পিত্ত কফের প্রাধান্য আছে সেই স্থানেই বিশেষ।

চিকিৎসক তিন কালে বেদনার চিকিৎসা করেন, এই প্রকার যুক্তি দ্বারাতে কেহ একথা বলেন সেই যুক্তি আমাদের ধারণীয় অর্থাৎ চিকিৎসকেরা ভূত, ভবিষ্যৎ; বর্ত্তমান তিন কালের চিকিৎসা করেন।

সেই মাথা ধরা আসিল, সেই জ্বর আগমন করিল, আবার সেই কাশী বলবান হইতেছে, সেই বমি আবার উঠিতেছে এই প্রচলিত বাক্যের দ্বারায় অতীতের যে আগমন মানা হইয়াছে। আবার জানা হইয়াছে, সেই পীড়ার কালকে লক্ষ করিয়া যে ঔষধ যোগ করা যায় সেই দ্রব্যকে কেহ অতীত বেদনার সম্বন্ধে তাহাকেই (প্রশমন অর্থাৎ চিকিৎসা) বলে।

যে জল পূর্ব্বে ছিল সেই জল আবার আসিয়াছে যাহা কর্ত্তৃক শস্য পূর্ব্বে হত হইয়াছিল সেই প্রকার প্রতি কর্ম্মের বিষয়ে সেতু করা হয়।

ভবিষ্যৎ বিকারে পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিনা যে ক্রিয়া করা যায় সেই ক্রিয়া ভবিষ্যৎ ব্যাধিকে হনন করে।

ব্যাধি সকলের পর পর অনুবন্ধ উৎপত্তি হয় আর সুখ নিমিত্ত যে সব উপচারের দ্বারায় সুখ ও উৎপন্ন হয়।

শরীরের যে ধাতু বিষম হইয়াছে সে সমতাকে প্রাপ্ত হয় না সবকালে হেতুর সদৃশ শরীরের ধাতু সকল জন্মায় অর্থাৎ রস রক্তাদি সপ্ত ধাতু আর বাত পিত্ত কফ ইহাকে শরীরের ধাতু কহে।

বৈদ্য এই যুক্তিতে অগ্রে করিয়া ত্রিকাল বেদনা বিনাশ করেন আর যে বিনোপধা নৈষ্ঠিকী সেই চিকিৎসা হইতেছে।

দুঃখ দুঃখাশ্রয়প্রদ পর শ্রেষ্ঠ যে কারণ তাহার নাম উপাধান সকল উপাধানকে ত্যাগ করিলে সকল দুঃখের বিনাশ হয়।

যেমন গুটীপোকাবধকারক সূত্র ধারণ করে সেই প্রকার সদা অজ্ঞ আতুর অর্থদিগের মধ্য হইতে তৃষ্ণাকে ধারণ করে অর্থাৎ গুটীপোকা আপন গর্ভ হইতে সূতা বাহির করিয়া সুখে

বাস করিব বলিয়া গুটী প্রস্তুত করে অবশেষে আপন সূত্রে আপনি বদ্ধ হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার অজ্ঞ যিনি তিনি শব্দ স্পর্শাদি হইতে ইচ্ছা, দ্বেষ রূপ তৃষ্ণাকে ধারণ করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন, যাঁহারা রোগী তাহাদের শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অন্যথাচরণ করিয়া ব্যাধিযুক্ত হন ও যাহারা ক্রিয়াবান তাহারা গুরু বাক্যানুসারে সম্যক ক্রিয়া না করিয়া নৃত্য গীতাদি সংসার বন্ধে বদ্ধ হইয়া ব্যাধি যুক্ত ও অল্প কালে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন।

যিনি (জ্ঞ) অর্থাৎ বুদ্ধিমান তিনি অগ্নিরূপ অর্থকে জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হন, সংযোগ আরম্ভের পূর্ব্বে সে যে পুরুষ তাহাতে দুঃখ স্থিতি করিতে পারে না।

যিনি গুরুকৃপা অনুসারে ব্রহ্ম বিদ্যা আগত হইয়াছেন, তিনি অগ্নি রূপ যে অর্থ অর্থাৎ শব্দ,স্পর্শ,রূপ,রস,গন্ধ অর্থাৎ দর্শন শ্রবণাদি নরকের কারণ জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হন জ্ঞানবান হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে ইচ্ছা দ্বেষ রূপ দুঃখ তাহাতে স্থিতি করিতে পারে না।

বুদ্ধি ধারণা স্মৃতির নাশ কাল ও কর্ম্মের উৎপত্তি অশুভকর দর্শন শ্রবণাদির যে যোগ এই সকল দুঃখের হেতু জানিবে অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির নাশ আর পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের উদয় আর সাংসারিক স্ত্রী রত্নাদির ভোগ এই সকল ব্যাধি ও পাপের কারণ।

যিনি বিষয়েতে নিবেশ করেন সেই বিষয় নিত্যই হউক বা অনিত্যই হউক, আর হিত বা অহিত হউক তাহাকেই বুদ্ধিভ্রংশ কহে, আর বুদ্ধি যে সম দর্শন করেন অর্থাৎ সংসার ও স্ত্রী অন্ন পানাদিতে যে প্রবেশ তাহারই নাম বুদ্ধি বিভ্রংশ, আর অভেদ জ্ঞানকে বুদ্ধি বলে।

অহিত অর্থ হইতে ধৃতির নাশের নিমিত্ত বিষয় যুক্ত যে মন তাহাকে নিয়মেতে আনিতে সামর্থ হয় না, নিয়মাত্মিকা যে তাহার নাম ধৃতি।

রজ ও তম গুণের দ্বারায় আবৃত হইয়াছে যাহার চিত্ত তাহার ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে ধারণ নাশ প্রাপ্ত হয় তাহাকে স্মৃতি নাশ বলে।

যিনি বুদ্ধি ধৃতি স্মৃতি ভ্রষ্ট হইয়া যে সকল অশুভ কর্ম্ম করেন তাঁহাকে প্রজ্ঞাপরাধ বলে, সেই প্রজ্ঞাপরাধ সকল দোষেরই প্রকোপন হয় দোষ অর্থাৎ বাত পিত্ত কফ অর্থাৎ ক্লেশ অনুপস্থিত মল মূত্রের নির্গত করান, আর যে মল মূত্রের বেগ প্রকাশ হইয়াছে তাহাদের দমন করা সাহসদিগের সেবা করা, অধিক স্ত্রী সেবা করা, আর কর্ম্মের কালকে অতিবাহিত করা, কর্ম্মের মধ্যে মিথ্যা কর্ম্ম করা, আর বিনয় ও আচারের লোপ করা, আর গুরু দিগের প্রতি ধমকাইয়া কথা বলা, যিনি নিজ অর্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞাতহইয়াছেন তিনি অশুভ পদার্থ সেবা করেন না, আর শ্রেষ্ঠ হইয়া উন্মত্তের কারণ তাহাদিগকে সেবা করেন।

মিত্রদিগের সংক্লিষ্টকর কর্ম্মযুক্ত হইয়া অকালে ও অদেশে সঞ্চরণ করা আর ইন্দ্রিয় উপক্রমণ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে সকল সদাচার তাহার বর্জন করা আর ঈর্ষামান ভয় ক্রোধ লোভ মদ ভ্রম এই সকলের সেবা করা এবং তাহা হইতে জন্মিয়াছে যে সকল ক্লেশকর কর্ম্ম তাহাকে বা সেই ক্লেশযুক্ত যে শরীর তাহারি বা কর্ম্ম সেবা করা, আর ইহা হইতে রজ মোহ সমুত্থিত যে এক প্রকার কর্ম্ম তাহাকে পণ্ডিতেরা ব্যাধিকারী প্রজ্ঞাপরাধী বলেন।

বুদ্ধি দ্বারাতে বিষমের বিশেষ জানা আর বিষমের আবৃত্তি করা তাহাকে প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়া জানিবে সেই প্রজ্ঞাপরাধই মনের গোচর হয়।

হেতু সংগ্রহ অধ্যায়ে ব্যাধিদিগের উৎপত্তিকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আর পিত্তাদির সঞ্চার বৃদ্ধি আর শান্তি তাহাও পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মিথ্যালিঙ্গ, হীনলিঙ্গ, অতিলিঙ্গ আর বর্ষান্তা ঋতু সকল আর ভোজন জীর্ণ হইতেছে এমত কাল, আর জীর্ণ হইয়াছে এমন যে আহারের কালাকালের যে স্থিতি ইহারাই রোগের হেতু বা উৎপত্তি কারণ।

দিবসের তিন যাম ও রাত্রের তিন যাম সেই কালেতে যে সকল রোগের নিয়ত অর্থাৎ অবশ্য কর্ম্ম আছে তাহারাই কালজব্যাধি অর্থাৎ দিবসে প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল এবং রাত্রেরও এই সময়ে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে কালজ ব্যাধি বলে।

দহগ্রাহী, অন্যেদ্যুষ্কজ আর তৃতীয়ক চতুর্থক জ্বর ইহারা যথা কালে উৎসন্ন হয় এবং যথাকালে বল প্রাপ্ত হয়। অন্যেদ্যুষ্ক প্রত্যহ এক নিয়মিত সময়ে যে জ্বর হয়, একদিন অন্তর তৃতীয়ক, ও দুই দিবসান্তর চতুর্থক ইহারা বাত পিত্ত কফের নির্দ্দিষ্ট কালে ইহাদের উৎপত্তি এবং বেগ প্রাপ্তি হয়।

বল ও কালকে যিনি জানিতেছেন তাঁহার দ্বারায় ঐ সকল রোগ এবং যে সকল কালজ রোগ তাহারা আগত না হইলে চিকিৎসনীয়।

কালের পরিণাম নিমিত্ত জরামৃত্যুনিমিত্তজ স্বাভাবিক রোগ সকল দেখা হইয়াছে, ক্রিয়াহীন যে তাহাকেই স্বভাব বলে।

দৈব শব্দের দ্বারায় পূর্ব্বদেহ সম্বন্ধ যে কর্ম্ম তাহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কালের দ্বারাতে রোগ সকলের হেতু ও জানা হইতেছে।

এমন কোন মহৎ কর্ম্ম নাই যাহার ফলভোগ হয় না যেহেতু কর্ম্মজ যে সকল রোগ তাহারা ক্রিয়া হননকারী সেই কর্ম্মের ক্ষয় হইলে কর্ম্মজ যে ব্যাধি তাহারা শান্তিকে প্রাপ্ত হয়। করিবার উপায় নাই, অতএব যাঁহারা ভাল ক্রিয়া করেন তাঁহাদেরই কর্ম্ম ধ্বংস হয় কর্ম্ম ধ্বংস হইলে সুতরাং কর্ম্মজ ব্যাধি নাশ হয়।

অতি উগ্রশব্দ শ্রবণ নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার অর্থাৎ অন্য কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিতে পারেন আর অতি হীন শব্দের শ্রবণ হয় না ও জড়া অর্থাৎ বধির উৎপন্ন হয়।

কর্কশ বাক্য ভয়ানক অপবিত্র আর প্রিয় ক্রীড়া এই সকল আবিষ্কারক শব্দের দ্বারায় কর্ণ সংযোগ হইলে তাহাকে মিথ্যা যোগ বলে।

অস্পর্শ, অতি সংস্পর্শ, আর অল্প স্পর্শ ইহারা স্পর্শনীয়দিগের সম্বন্ধে সংক্ষেপে স্পর্শেন্দ্রিয় বাধক উক্ত হইল।

বিষবাত দ্বারা যে সকল সংযুক্ত হয় আর অকালে যাহা আগমন করে, আর স্নেহ, শীত, উষ্ণ অকালে সংস্পর্শ করিলে তাহাকেও মিথ্যা যোগ বলে।

দ্যুতিশালী জ্যোতিঃ দর্শন কারণ দৃষ্টি বিনাশ হয়, আর অতি

সূক্ষ্ম পদার্থের দর্শন নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার বস্তুর অদর্শন নিমিত্ত দৃষ্টি বিনাশ হয়।

ভূত, প্রেত, ভয়ানক কুৎসিত বস্তু, আর অতি দূরে ক্লেশজনক বস্তুর দর্শন আর অন্ধকারের দর্শন তাহাকে দর্শনের মিথ্যা যোগ বলে।

আর এককালীন রসের গ্রহণ না করা, আর রসের বিষম গ্রহণ আদান করা, আর অল্প গ্রহণ করাও দোষনীয়।

অতি মৃদু, অতি তীক্ষ্ণ গন্ধের নিয়ত সেবা করা, আর সর্ব্বপ্রকার গন্ধের সেবা না করা ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের বিনাশ হয়।

পূতি গন্ধ, আর ভূত অর্থাৎ (যোনি বিশেষ) বিষ অর্থাৎ (স্থাবর জঙ্গম), দ্বিষ্ট (অর্থাৎ অপ্রিয় গন্ধ) অতিবিহীন অর্থাৎ (রজস্বলা বিহীন) গন্ধ ও সেই গন্ধ ঘ্রাণে যোগ হইলে তাহাকে ঘ্রাণের মিথ্যা যোগ বলে।

এই প্রকারে অহিতকর ইন্দ্রিয় সংযোগ আর তিনপ্রকার দোষ কাল্পনীয় বলা হইল, ইহাকেই অসাধ্য বলিয়া জানিবে যাহা আত্মার সহিত শুভকর ভাব হয় না।

মিথ্যা যোগ, অতি যোগ, আর হীন যোগ ইহা হইতে শব্দাদি ইন্দ্রিয়গণের যে ব্যাধি উৎপন্ন হইতেছে তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক ব্যাধি বলিয়া জানিবে।

সুখ হেতু কেবল এক সমযোগ কিন্তু তাহা সুদুর্লভ মানিয়াছে, কিন্তু সুখ দুঃখের যে কারণ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ার্থ নহে কেবল একমাত্র সমযোগ সুখ দুঃখের কারণ। কিন্তু সুখ দুঃখের হেতু চার প্রকার যোগ দৃষ্ট হইয়াছে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ

সকল বর্ত্তমান আছে কিন্তু যোগ হইতেছে না বা পীড়াও হইতেছে না।

তন্নিমিত্ত চাব প্রকাব যোগ আত্মা ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহাদের গোচব না হইলে বা কর্ম্ম ব্যতিবেকে সুখেব কারণ হয় না।

সুখ আব দুঃখ যেখানে যে প্রকাব জানিবে সেখানে সেই প্রকাব বলিবে, স্পর্শেনন্দ্রিযতে যে সংস্পর্শ জ্ঞান হয়, মনই তাহার স্পর্শেব বিষয।

সুখ স্পর্শ ও দুঃখস্পর্শেব উৎপত্তি কাবণ দুই প্রকাব সেই সুখ দু খ হইতে ইচ্ছাত্মিকা ও দ্বেষাত্মিকা তৃষ্ণা সে সুখ দুঃখ হইতে উৎপন্ন হয।

আবাব সুখ দুঃখেব কাবণ তৃষ্ণা বলা হইতেছে যে হেতু সেই পিপাসা পীডাব আশ্রয পদার্থকে ধাবণ কবিতেছে।

স্পর্শ হয না স্পর্শনযুক্ত না হইলে বেদনা বোধ হয় না, আর বেদনা সকলেব আশ্রয ইন্দ্রিযেব সহিত বর্ত্তমান যে মন ও দেহ অর্থাৎ ইহাদেব আশ্রয ব্যতীত ব্যাধি হইতে পাবে না।

কেশ, লোম, নখাগ্র, অন্ন, মলদ্রব্য ইহাদেব আশ্রয় ব্যতীত ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পাবে না।

সকল পীডাবই সম্বন্ধে যোগ আব মোক্ষ বিষয়ে অনুৎপত্তিকর।

নিঃশেষ নিবৃত্তিব নাম মোক্ষ, আব মোক্ষ প্রবর্ত্তক তাহার নাম যোগ।

আত্মাতে থাকিয়া মন স্থিব হইলে আত্মা ইন্দ্রিয় মন ও অর্থ ইহাদের পবস্পব সন্নিকর্ষ নিমিত্ত যোগ উৎপন্নহয়। সুখ দুঃখের কার্য্য বহিত নিমিত্ত সুখ দুঃখের নিবৃত্তি হইলে বশীত্ব হইবে।

শরীরের সহিত যে যোগ জ্ঞান হয় মুনিবা তাহাকেই যোগ বলেন, সেই যোগ হইতে চিত্তের আবেশ অর্থাৎ পবশরীবে প্রবেশ অর্থদিগেব জ্ঞান অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ রূপ বস গন্ধ বোধ আর ব্রহ্মেতে থেকে ক্রিয়া।

যোগিদিগের দৃষ্টি স্মৃতি কান্তি ও ইচ্ছামত অদর্শন এই অষ্ট প্রকার ঐশ্বরিক বল ব্যাখ্যা কবা হইল।

শুদ্ধ সত্ব সমাধান নিমিত্ত আবেশাদি উৎপন্ন হয আব রজ তমেব অভাব নিমিত্ত আব বলবান কর্ম্মেব ক্ষয হেতু মোক্ষ জন্মায়।

কর্ম্ম সংযোগেব বিয়োগ হইলে পুনর্জ্জন্ম হয না, সাধুদিগেব উপাসনা কবিবে অসাধুদিগেকে ত্যাগ কবিবে।

ব্রতচর্য্য কবা, উপবাস পৃথগ্বিধ নিযম ধাবণ করা আব ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান, আব নির্জ্জনে বতি কবা। আব পরাধৃতি ধারণ আব কর্ম্ম সকলের আবম্ভ না কবা, কৃত কর্ম্মের পবিক্ষয় কবা, মন ও অহঙ্কাব হইতে নিষ্ক্রমণ ভাব হওয়া, আব সংযোগ বিষযে ভয দর্শন, মন আব বুদ্ধিব সমাধান কবা, অর্থতত্ত্ব সম্যক প্রকাবে দর্শন কবা স্মৃতিব উপস্থান নিমিত্ত এই সকল তত্ব উৎপন্ন হয়। সতেব সেবানের দ্বাবায স্মৃতি ও ধৃতি লাভ হয়। স্মৃতিদ্বাবা ভাবদিগেব স্বভাবকে স্মবণ কবিয়া দুঃখ হইতে মোচন হয, (দুঃখ অন্য দিকে মন দেওযা অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত) যাহাব দ্বাবায স্মৃতি উৎপন্ন হয এমন যে অষ্ট কারণ তাহা বলা হইতেছে।

কাবণ রূপেব গ্রহণ হেতু আব সবিপর্য্য যে স্বরূপ নিমিত্ত, আর সত্ত্বানু রূপেব অভ্যাস নিমিত্ত, আব জ্ঞান যোগে পুনঃ পুনঃ শ্রুতি নিমিত্ত, স্মবণ হেতু স্মৃতি অভিধান করে।

এই অষ্টকারণ হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হইতেছে। উৎপত্তি কারণ (১) পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি (২) ক্রিয়া করে ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেখা (৩) ব্রহ্মেতে থাকায় (৪) আগম হইতে (৫) দেখা (৬) শুনা (৭) অনুভব (৮)। মোক্ষের জন্য মুক্তির নিমিত্ত এই সকল একি রাস্তা মাত্র। যাহা দ্বারায় তত্ত্ব ও স্মৃতিবল প্রাপ্ত হইয়া পুনরাগত হয় না সেই যোগযুক্ত যোগের সম্বন্ধে পুনর্ব্বার এই পন্থা ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

মুক্তির দ্বারায় মোক্ষের পন্থা তাহা জ্ঞান ধর্ম্মাবলম্বী যে জ্ঞানী তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সখ্যা করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম ব্যতীত যত পদার্থ আর অনিত্য পদার্থ ইহাবা সকলেই কারণবং দুঃখ ইহা সখ্যা করা হইয়াছে।

যে হেতু সেই দুঃখ আত্মকৃত নহে কিন্তু স্বভাবের দ্বারায় উৎপন্ন হয়, যে পর্য্যন্ত সত্য বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না, যাহা কর্ত্তৃক আমি এই শব্দ থাকে না।

এসকল আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ, জ্ঞানের নিমিত্ত নয় আত্মা তিনি সকলকে অতিবর্ত্তন করিতেছেন, সেই আত্মাতে পরিণাম সংন্যাস হইলে সমজ্ঞান জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে, অশেষ রূপে সমূল সর্ব্ববেদনা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহার পর ব্রহ্ম ভূত হইয়াছেন যে ভূতাত্মা তাঁহাব উপলব্ধি হয় না।

সর্ব্বভাব হইতে যিনি নিসৃত হইয়াছেন, যাঁহার কোন চিহ্ন জানা যায় না আর ব্রহ্মবিদ্‌ দিগের সেই ব্রহ্মই গতি তিনি অক্ষর ও লক্ষণ শূন্য ব্রহ্মবিদ্‌দিগের এই স্থানেই জ্ঞান কিন্তু অজ্ঞেরা সেই ব্রহ্মকে জানিতে যোগ্য হয় না।

আত্মা কিরূপে গর্ভে প্রবেশ করেন তাহার বর্ণন।

পরমাত্মা যিনি তিনি বায়ু, অগ্নি, ভূমি, জল এই চার সূক্ষ্ম ভূতের সহিত যুক্ত হইযা কর্ম্মানুসারে সাদৃশ্য যোনি প্রাপ্ত হন তিনি কি প্রকারে গর্ভে স্থিতি হইয়া প্রাণের সঞ্চার করেন ও শরীর ইন্দ্রিয় অস্থি, মজ্জা, মাংস, শুক্র, শোনিত সৃষ্টি করেন এবং গর্ভাভ্যন্তরে স্থিতি হইয়া ক্রমে শরীরকে বর্দ্ধিত ও ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ মন ও আত্মাকে কি প্রকারে সৃজন করেন, তাহার বিবরণ ও গর্ভাবস্থায় বালক ও প্রসূতিকে কি প্রকারে রক্ষা করিতে হয় ও ভূমিষ্ঠ হইলে সন্তান ও প্রসূতিকে কত দিবস পর্য্যন্ত কি উপায়ে রক্ষা করিতে হয় যথাক্রমে তাহা প্রকাশ হইতেছে। আত্মা কর্ম্মানুসারে পৃথিব্যাদি ভূতসংযোগে স্ত্রী পুরুষের সহযোগ হইলে, কাল প্রাপ্তে শুক্ররূপ আত্মা পরলোক হইতে আগত সূক্ষ্ম চতুর্ভূত সহমিশ্রিত ও মাতৃজ পিতৃজ সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূতসহ গর্ভে স্থিত হয়।

আত্মা মাতৃজরস পিতৃজ সাত্য ও সত্ত্ব এই সকল পদার্থ মিলিত হইযা শুক্রসংজীবযোগ হইযা কুক্ষিগত হইলেই গর্ভ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সেই গর্ভের প্রধান উপাদান অন্তরীক্ষ, বায়ু অগ্নি জল ভূমি ইহাদের বিকার চেতনাধিষ্ঠান ভূত হন। প্রথমতঃ আত্মা গর্ভাশয়ে প্রবেশ করিয়া সত্ত্বগুণ গ্রহণ নিমিত্ত প্রবর্ত্ত হন। তিনি সকল গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণ গ্রহণানন্তর অন্তরীক্ষ গ্রহণ করেন, যেমন প্রলয় শেষ হইলে ভগবান যে প্রকার প্রথমে আকাশ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন সেই প্রকার তিনি প্রথমে গর্ভেও

অন্তরীক্ষ সৃজন করেন, পরে বায়ু আদি গ্রহণ করেন, সূক্ষ্মভূত গ্রহণ করিলে ক্রমেতে স্থূল ভূত গ্রহণ করিয়া গর্ভত্বভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই সকল একত্র ভগবান অতি অল্প কালেই সম্পাদন করেন, এই সকল ধাতুসংযোগ হইলে যে যে মাসে গর্ভের যে প্রকার আকৃতি হয়, তাহা যথাক্রমে বিবৃত হইতেছে।

প্রথম মাসে সকল ধাতু আত্মা সহ মিলিত হইয়া কলুষী কৃত হইয়া তরলাকারে এক স্থানে ঘনবৎ অবস্থিতি করে, অব্যক্ত বিগ্রহ হন অর্থাৎ মূর্ত্তি আর ব্যক্তা ব্যক্ত অঙ্গাবয়ব সকল হয়। দ্বিতীয় মাসে ঘনপিণ্ড হইয়া মাংসপেশী বা অর্বুদ (আব্) আকার ধারণ করে, তাহার মধ্যে ঘনাকার পুরুষ আর পেশ্যাকার (মাংসের চাকা) স্ত্রী, আর অর্বুদাকার নপুংসক। তৃতীয় মাসে সর্ব্বেন্দ্রিয় আর সর্ব্বাঙ্গাবয়ব একবারে উৎপন্ন হয় এই মাসে মাতৃজ মাংসাদি অবযব আর পিতৃজ শিরাদি অবযব যথাক্রমে বিভাগ হয়। চর্ম্ম রক্ত, মাংস, মেধ, নাভি, হৃদয়, ক্লম (পিপাসা স্থান) যকৃৎ, প্লীহা, বুক্ক, বস্তি (মূত্রাশয়,) পুরীষাধান, পক্কাশয় উত্তর গুদ (ক্ষুদ্রান্তর মুখ) অধরগুদ (মলদ্বার) ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র (নাড়ী) বপা বপাবহন অর্থাৎ বসা ও বসাবহন শিরা এই সকল মাতৃজরসে উৎপন্ন হয়, আর কেশ শ্মশ্রু নখ লোম দন্ত অস্থি শীরা স্নায়ু ধমনী ও শুক্র এই সকল পিতৃজ, এই গর্ভ আত্ম যোগ বলিয়া গর্ভের গতি কান্তি ও স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সব হয় আর কর্ম্মানুরূপী আয়ু ও বুদ্ধির ক্ষয় বৃদ্ধি হয়; ইন্দ্রিয় ব্যতীত কর্ত্তা কার্য্য ও জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, তৃতীয় মাসের পর ইন্দ্রিয়াদির কোন কোন পদার্থের দ্বারায় কোন কোন

ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইতেছে তাহা লেখা হইতেছে অর্থাৎ আকাশের গুণ আকাশাত্মক শব্দ শ্রোত্র লাঘব সৌক্ষ্ম্য বিবেক ছিদ্র, বায়ুাত্মক অর্থাৎ বায়ু গুণ স্পর্শ স্পর্শন রৌক্ষ্য প্রেরণ আর ধাতু ব্যূহকরণ আর শারীরিক চেষ্টা আগ্ন্যাত্মক অর্থাৎ অগ্নির গুণ রূপ দর্শন প্রকাশ পংক্তি আর রুক্ষতা, অবাত্মক অর্থাৎ জলের গুণ রসরসন শৈত্য মার্দ্দব স্নেহ ক্লেদ এই সকল হয়।

পৃথিব্যাত্মক অর্থাৎ মাটির গুণ গন্ধ ঘ্রাণ গৌরব স্থিরতা মতি। এই প্রকারে এই পুরুষ মিলিত হইয়া উৎপন্ন হন।

যা উত্তম পুরুষে তাহা এই শরীরে। এভিন্ন সন্তান গর্ভ হইতে নির্গত হইলে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা প্রকাশ হইতেছে; দন্ত, প্রকৃতি, স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ প্রকাশ হয়, ও ক্লিব-লিঙ্গ। গর্ভের চতুর্থ মাসে গর্ভ স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইলে সেই কালে গর্ভিনীর গুরুগাত্র হয়, পঞ্চম মাসে অন্য মাস হইতে এ মাসে মাংস ও রক্তের অধিক উপচয় গর্ভে রক্ত মাংসের স্থিতি হও য়াতে গর্ভিনী কৃশতা প্রাপ্ত হয়। আর ষষ্ঠ মাসেতে গর্ভের বল ও বর্ণের অধিক উপচয় হয়, তন্নিমিত্ত গর্ভিনীর বল ও বর্ণের হানি প্রাপ্ত হয়। সপ্তম মাসে সকল পদার্থের দ্বারায় হঠাৎ গর্ভ বৃদ্ধি হয়, সেই হেতু গর্ভিনী অধিকক্লান্ততমা হয়, অষ্টম মাসে মাতা হইতে গর্ভ ও গর্ভ ইহতে মাতা রসবাহী শীরা দ্বারায় পরস্পর বারম্বার ওজ গ্রহণ করে গর্ভের অসম্পূর্ণতা নিমিত্ত যখন গর্ভ হইতে মতো ওজ গ্রহণ করে তখন তিনি হর্ষিত হন আর যখন গর্ভ গ্রহণ করে তখন, গ্লানিযুক্ত হয় অতএব ওজ ধাতু অসম্পূর্ণ হেতু গর্ভ অনবস্থিত ভাব হয়। তন্নিমিত্ত অষ্টম মাস পর্য্যন্ত যত্ন সহকারে গর্ভ রক্ষা করিবে। আর গর্ভাবস্থায়

এই সকল নিয়ম সতত রক্ষা করিলে গর্ভ নিরাপদ হয়। স্থিত গর্ভে গুরুপাক যে সকল দ্রব্য, উষ্ণ দ্রব্য, ভয় জনক কার্য্য, করিবে না। মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। বাহনাদিতে আরোহণ করিবে না। আর চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রতি কুল কোন ক্রিয়া করিবে না। আর গর্ভিনী যে দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করে তাহা অবিলম্বে, সম্পন্ন করিবে নচেৎ গর্ভের নানা প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে অতএব ইচ্ছামত খাদ্য দ্রব্য দেওয়া কর্ত্তব্য

অতঃপর নবম মাসের প্রারম্ভে দশম মাস পর্য্যন্ত প্রসব ও বৈকারিক কাল নির্দ্দেশ করা। এই কালে গর্ভে বিকৃত হইলে বিকৃত অঙ্গ বিশিষ্ট সন্তান উৎপত্তি হয়, যে প্রকার শুক্র শোনিতের দোষ হইবে সেই প্রকার অঙ্গেরি দোষ হইবে, পুরুষের বীজ ভাগ উৎতপ্ত ও সঙ্গম কালে স্ত্রী পুরুষের হর্ষাভাব হইলে নপুংসক হয়। শুক্রের প্রাধান্য থাকিলে গর্ভাশয়ে পুরুষ ও রজের প্রাধান্যে কন্যা এবং এই প্রকার রজঃ শুক্রের ন্যূনাধিক্য বশতঃ বৃহৎ অঙ্গাদি উৎপন্ন হয়। অনাবশ্যক বিষয়ে ত্যক্ত স্থূলতঃ সাধারণের উপকার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত করা হইতেছে। প্রথম মাসে গর্ভ আশঙ্কা হইলে পরিমাণ মত অপক্ক দুগ্ধপান বারম্বার করিবে আর সায়ং প্রাতে নিয়মিত ভোজন করিবে। দ্বিতীয় মাসে দুগ্ধ সহ কাকলী ও ক্ষীরকাকলী, শুলঞ্চ পাক করিয়া সেবন করিবে এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত ২ তোলা দুগ্ধ আধপোয়া জল, দেড় পোয়া শেষ অর্দ্ধ পোয়া শেষ অর্দ্ধ পোয়া এই প্রকার প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ সেবা করিলে সন্তান বলবান ও কান্তিবিশিষ্ট হয়। তৃতীয় মাসে

মধু ও ঘৃত একত্রে পান করিবে চতুর্থ মাসে দুগ্ধ ও নবনীত ২ তোলা পরিমাণে সেবন করাইবে। পঞ্চম মাসে দুগ্ধসহ ২তোলা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সায়ং প্রাতে সেবন করাইবে। ষষ্ঠ মাসে দুগ্ধ ও ক্ষীরকাকলী ও ঘৃত পাক করাইয়া সেবন করাইবে, সপ্তম মাসে দুধ ঘৃত সহ ক্ষীরকাকলী ও গুলঞ্চ ২ তোলা পাক করিয়া সেবন করাইবে এই মাসে গর্ভস্থ সন্তানের কেশ উৎপন্ন হইয়া গর্ভিনীকে দাহ প্রদান করে এবং এই কালে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা সন্তানের উৎপত্তি হইয়া গর্ভিনীকে দাহ প্রদান করে। এই কালে গর্ভিনীর কণ্ডু উৎপন্ন হয় তন্নিবারণার্থ শুষ্ক কুল ভিজে জল ও নবনীত সহ গুলঞ্চ ক্ষীরকাকলী পাক করিয়া তাহা হইতে অদ্ধ ছটাক জল লইয়া সায়ং প্রাতে সেবন করিবে। আর রক্তচন্দন ও পদ্মের মৃণাল পেষণ করিয়া স্তন ও উদরে মর্দ্দন করিবে বা ত্রিফলা পেষণ করিয়া মর্দ্দন করিবে ইহাতে কণ্ডু নিবৃত্তি হইবে। অষ্টম মাসে শালীধান্য চূর্ণ, দুগ্ধ ঘৃতসহ পাক করিয়া পান করিবে, তাহাতে বল বর্ণ স্বর এবং দৃঢ়কায় যুক্ত সন্তান উৎপন্ন হয়।

নবম মাসে কাকলী ও ক্ষীর কাকলী সহ পক্ক তিলতৈল পরিষ্কার তুলাতে মিশ্রিত করিয়া যোনিতে প্রবেশ করাইবে, ইহাতে গর্ভিনীর প্রসব কালে কোন প্রকারে দুঃখ হইবে না, ও তৈল হেতু জরায়ু মুখ কোমল হয়; সুতরাং সন্তান নির্গমনের কোন প্রকার পীড়াদায়ক হয় না।

প্রথম মাস হইতে নবম মাস পর্য্যন্ত যে সকল ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে তাহার দ্বারায় গর্ভিনীর কুক্ষি কটি পার্শ্ব পৃষ্ঠ মৃদু হয় বায়ু অধোগামী হয়, আর মল মূত্র স্বভাবতঃ নির্গত হয় আর

চর্ম্ম নখ মৃদু হয় বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া সুখে যথাকালে জাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রসব করে। নবম মাসে সূতিকাগার প্রস্তুত করিবে তাহা উৎকৃষ্ট জমিতে কাঁকর খাপ্রা থাকিবেনা পূর্ব্ব কিম্বা উত্তরদিকে দ্বার করিবে আর অগ্নি প্রজ্বলনের নিমিত্ত বেল কি গাব ও খদির কাষ্ঠ আহরণ করিয়া রাখিবে। এই কালে রক্ষ পিশাচ ও দৈত্যগণের ভয় নিবারণ করিবার নিমিত্ত রক্তবস্ত্র পরিধান করিবে না।

অনন্তর দশম মাসে সূতিকাগারে প্রবেশ করিবে ; প্রসব কালের পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ হয়--গাত্র সকল মুখ ও চক্ষুর বন্ধন শিথিল হয়, কুক্ষি নিম্নে ঝুলিয়া পড়ে, অধোঅঙ্গ ভারী হয় আর উরু বস্তি, কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ইহাতে পীড়া হয়, আর যোনিস্রাব হয়, অন্নে ইচ্ছা হয় না—তখনি জানিবে প্রসবকাল উপস্থিত হইয়াছে। তদনন্তরই আবী অর্থাৎ প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, তখন গর্ভিনীকে ভূমিতে মৃদু বিছানা করিয়া তাহাকে রাখিবে, আর সুরাসিধু (মদ্যবিশেষ) প্রভৃতি মদ্য পান করিতে দিবে,আর সমবয়স্কা সমান কুলোদ্ভবা এবং সমান আচারা স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরি-পরিবেষ্ঠিত থাকিবে আর গর্ভিনীকে বারম্বার জৃম্ভন ও ভ্রমণ করিতে বলিবে, তাহাতে দেরী হইলে কুট, বড় এলাচি, বচচূর্ণ, নাট্যবীজ চূর্ণ ইহার মধ্যে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা বারম্বার ঘ্রাণ করিতে দিবে আর ভূর্জ্জপত্র শিংশুপা (শমীবৃক্ষ) ধুনা ইহার মধ্যে যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহার ধূপ দিবে, আর মধ্যে মধ্যে কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘাতে তৈল গরম করিয়া সম্মুখ দিকে মর্দ্দন করিবে এই সকল প্রক্রিয়ার দ্বারায় গর্ভ অধোমুখ প্রাপ্ত হয় তদনন্তর হৃদয় বন্ধন বিমুক্ত হয় আর উদরে বস্তি প্রবেশ

করে অ৷ রী শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইতে থাকে দেখিয়া গর্ভিনীকে প্রবাহন (কোঁস্তানি) করিতে বলিবে।

অনন্তর যাহাতে গর্ভিনীর হর্ষ প্রকাশ হয়, সুহৃদ স্ত্রী সকলেরা মুহুর্মুহুঃ সেই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিবে, পরে সন্তান প্রসূত হইলে অমরা অর্থাৎ ফুলেব নাড়ী নির্গত না হইলে, তাহা নির্গত করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ হস্তের দ্বাবায় নাভিব উপরে বলবৎ নিপীড়ন করিবে এবং বাম হস্ত পৃষ্ঠে রাখিয়া ধীরে ধীরে কম্পন করিবে ও পাদ, পার্শ্বি, শ্রে ণি (কটি) দেশ ধীরে ধীরে মর্দ্দন কবিবে এবং নিতম্ব দেশে হ' স্তব দ্বাবায ধীরে ধীরে পীড়ন করিবে তাহা হইলে অমবা শীঘ্র নির্গত হইবে। আর গর্ভিনীর যোনিতে ভূর্জ্জপত্র বা সর্পনির্মোক অর্থাৎ সাপের খোলস অগ্নিতে প্রক্ষেপ কবিযা ধোঁবা দিবে। আর কুড় তালিসপত্র ইহাব চূর্ণ পিণ্ড জুস কবিযা তীক্ষ্ণ মদ্যে বা কুচি কলাইয়ের পাকে বা পিপ্‌পলী ক্বাথে মিশ্রিত কবিযা পান কবিতে দিবে, অথবা ছোট এলাচি, পিপ্‌পলী, বিটলবণ, গুড, চই, কৃষ্ণজিরা ইহা জুস করিয়া পান করিতে দিবে, উপরোক্ত দ্রব্যের মধ্যে যেটা পাইবে তাহা সেবন করাইবে ১ মাত্রা জুস কবিযা দিবে ২ তোলা চূর্ণ দিলে অর্দ্ধতোলা। আব পদ্ম ফুল, কুঁদ, মদনফল (মএল ফল), হিং, ইহার দ্বারা তৈল পাক কবিযা তৈলে তুলা ভিজাইযা যোনিতে প্রবেশ করাইবে, তাহা হইলে বেদনা স্রাব ও চেটাল নিবারণ হইবে। অতঃপর অমরা নাড়ী নির্গত হইলে শিশুর কর্ণমূলে দুই হস্তে দুটি প্রস্তর খণ্ড লইয়া শব্দ কবিবে, শীত বা উষ্ণ জল বালকের মুখে ছিটাইয়া দিবে, তাহা হইলে ক্লেশাবদ্ধ প্রাণলাভ করিবে। আর কুলা নির্ম্মিত যে সূপ তাহার দ্বারায় বাতাস করিবে, ইহাতে

শিশুর প্রাণ প্রকৃতস্থ বোধ করিলে সেই বালকের তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, জিহ্বা, পরিমার্জ্জন আরম্ভ করিবে, নখ ছেদিত অঙ্গুলিতে তুলা জড়াইয়া তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া পরিমার্জ্জন করিবে। তাহার পর একরতি বা অর্দ্ধরতি পরিমাণে সৈন্ধব লবণ খাওয়াইয়া বমন করাইবে। অতঃপর বালকের নাড়ী ছেদন করিবার নিমিত্ত নাভিমূল হইতে অষ্টাঙ্গুল নাড়ী মাপিয়া লইবে, সেই অষ্টাঙ্গুল স্থানে একটা চিহ্ন রাখিবে তদনন্তর স্বর্ণ কি রজত কি লৌহকৃত অস্ত্র বা অন্য কোন ছেদনীয় অস্ত্র দ্বারায় ঊর্দ্ধ ধারে ছেদন করিবে। অনন্তর এক গাছি সূতার দ্বারায় ছিন্ন নাড়ী বন্ধন করিয়া বালকের কণ্ঠার উপর ঐ সূত্রের অগ্রভাগ রাখিয়া দিবে। যদি ঐ নাড়ীতে ক্ষত হয় বা পাকে তবে লোধ কাষ্ঠ যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, চূর্ণ করিয়া তিল তৈল সহ পাক করিবে সেই তৈল বালকের অঙ্গে মাখাইবে। আর তৈল, সিদ্ধ যে চূর্ণ ক্ষতের উপর ছিটাইয়া দিবে তাহা হইলে নাভিপাক আরোগ্য হইবে। আর যদি নাড়ী উল্লিখিত নিয়মানুসারে ছেদন না হয়, তাহা হইলে নাভি দীর্ঘ বিস্তীর্ণ দীর্ঘ পীনগুটিকা গোল আর মধ্য নিম্ন গুলির ন্যায় আর মুহুর্মুহুঃ বৃদ্ধিবতী অর্থাৎ কখন বৃদ্ধি হয়, কখন বা হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নাড়ী অনিয়মিত ছেদন করিবে না, যে প্রকার নাড়ী ছেদনের নিয়ম উল্লেখ করা হইল তাহাতে ভবিষ্যতে অসম্যক ছেদন ব্যাধিভয় থাকে না। অনন্তর নাড়ী ছেদন হইলে উষ্ণ জল দ্বারা বালকের অঙ্গ ধৌত করিবে আর মধু আর ঘৃত গর্ভিনীকে সেবন করিতে দিবে ও বালককে প্রথমে দক্ষিণ স্তন পান করাইবে। আর খদির, সেয়াকুল, ফালসা ইহাদের শাখার দ্বারা সূতিকাগারের চতুস্পার্শ্ব বেষ্টিত করিবে।

আর স্থতিকাগারের মধ্যে সর্ষপ তিসি তণ্ডুল কণা বিকীর্ণ করিবে। আর বচ, কুড়, আতব তণ্ডুল, সর্ষপ, তণ্ডুল কণা ইহা-দের অন্যতমের পুঁটলি করিয়া স্থতিকাগারের দরজার বাণকাটে বাঁধিয়া রাখিবে, এবং প্রস্থতি ও বালকের কণ্ঠায় পুঁটুলিকা বাঁধিয়া দিবে। আর জলপাত্র ও পর্য্যঙ্ক তদ্রূপ জানালা-দিতে ও বাঁধিবে, আর খদিরাদি কাষ্ঠের অগ্নি গৃহে সতত জ্বালাইবে।

আর ১০। ১২ দিবস পর্য্যন্ত বালককে স্থতিকাগারে স্থরক্ষিত করিবে ও হোমাদি শুভ কার্য্যও করিবে আর প্রস্থতির ক্ষুধা বোধ হইলে পিপ্‌পলী মূল, চই, পিপ্‌পলী, চিতে (রক্ত,) শুঁঠ, চূর্ণ সহিত ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা ইহার মধ্যে যেটী স্থবিধা হয় তাহাই ঐ দ্রব্য সহ পাক করিয়া, সেবন করাইবে। আর ঘৃত পান করান হইলে ঘৃত ও তৈল গাত্রে মাখাইয়া দিবে, আর লম্বা বস্ত্রের দ্বারায় উদর বেষ্টন করিবে, ইহা করিলে বায়ু উদরে স্থিত হইয়া বিকৃতি উৎপাদন করিতে পারে না, আর উদর বিস্তার ভয় নিবারণ হয়। কেহ উপদেশাভাবে উদর বন্ধন না করিয়া, পেট বিস্তার করিয়া ফেলেন, অতএব উদর বন্ধন করিবে তাহাতে সে উদর বিস্তারের ভয় নিবরণ হয়। ঐঘৃত জীর্ণ হইলে পিপ্পল্যাদি সিদ্ধ করিয়া পুরাতন শালীধান্য তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে অর্দ্ধ পোয়া চূর্ণসহ ঐ পিপ্পল্যাদি সিদ্ধ জল ১৪ গুণ দিবে, চতুর্থ অংশ থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে এবং প্রাতঃ সন্ধ্যা সেবন করাইবে। আর পেয় পানের পূর্ব্বে উষ্ণ জল করাইয়া স্নান করাইবে। স্নানান্তে প্রথম ঘৃতপান পরে মণ্ড পান করিতে দিবে এই নিয়ম ১৪। ১৫ দিন পান করাইবে। এই প্রস্থতিদিগের স্বাস্থ্য

বৃত্তির নিমিত্ত নিয়ম উক্ত হইল। ইহার ব্যতিক্রম করিলে প্রসূতির ব্যাধি উৎপন্ন হয়। প্রসবান্তে ব্যাধি উৎপন্ন হইলে সে ব্যাধি কৃচ্ছ্র-সাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে, অতএব প্রসবান্তে সাবধান পূর্ব্বক নিয়ম পালন করিবে। আর পুষ্টিকারক ও বলকারক আহারীয় দ্রব্য ব্যবহার করাইবে আর গাত্র মার্জ্জনাদি করিবে; মার্জ্জনীয় দ্রব্যের মধ্যে সরিষা, দুগ্ধ, শুঁঠ ও গোধূম চূর্ণ থাকিবে। পরে দশম দিবসে সপুত্রা প্রসূতি উপরের লিখিত শ্বেত সর্ষপাদি চূর্ণসহ অগুরু শ্বেতচন্দন মিশ্রিত করিয়া গাত্র মর্দ্দন করিবে, অনন্তর স্নান করিয়া পাৎলা নব বস্ত্র পরিধান করিবে।

পরে ইষ্টমত স্বর্ণ ও রজতকৃত অলঙ্কার পরিধান করিবে ও বালকের অঙ্গে বস্ত্রাবৃত করিয়া পূর্ব্ব মুখ বা উত্তর মুখ শিয়র করিয়া শোয়াইবে এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া দেবতা ও দ্বিজাতি দিগকে প্রণাম করিবে। অতঃপর বালকের নাম করণ কালে নাক্ষত্রিক ও আভিপ্রায়িক দুই নাম রাখিবে। কিন্তু সে নাম তিন পুরুষের ঊর্দ্ধনাম সদৃশ হইলে দোষাপত্তি হইবে। নক্ষত্র ও দেবতা দিগের নাম তুল্য দিব্য চতুরক্ষর যুক্ত নাম হইবে।

অতঃপর বালকের আয়ু পরীক্ষা করিবে, সেই আয়ু পরীক্ষা করিতে হইলে এই লক্ষণ স্মরণ রাখিলে, হ্রস্ব দীর্ঘ আয়ু অনুমান করা যায়।

যথা প্রসূত বালকের কেশ অঘন মৃদু অল্প স্নিগ্ধ সুবদ্ধ মূল কৃষ্ণ বর্ণ, কেশ এই সকল লক্ষণ দীর্ঘায়ুর কারণ। আর চর্ম্মস্থির ও পুরু শ্রেষ্ঠ, আর প্রকৃত্যাকৃতি সম্পন্ন ঈষৎ প্রমাণাদির ও অনু-রূপ ছত্রাকার মস্তক প্রশস্ত। আর পুরু কঠিন সমযোগ বিশিষ্ট। শঙ্খসন্ধি (রগ) ঊর্দ্ধাকৃতি উপচিত (বৃদ্ধি) বলবান, আর

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটই প্রশস্ত। আর পুরু বিশাল সমপীঠ নিম্ন বদ্ধ, আর পৃষ্ঠ ভাগে অবনত অর্থাৎ (ক্রমনিম্ন) পূর্ণ যুক্ত কর্ণ পুটক আর দুই কর্ণের ছিদ্র বৃহৎ প্রশস্ত। আর ঈষৎ প্রলম্ব মানা সমান সংযোগ আর মহতী ভ্রূ শ্রেষ্ঠ। আর সমান আভা ও বিভাগের ব্যক্ত বলবতী তেজ উপপন্ন আর সুন্দর উপাঙ্গ (চক্ষের কোণা)দুই চক্ষু শ্রেষ্ঠ। আর সবল দীর্ঘনিশ্বাস(ছিদ্র) সম্পন্ন বাঁশের ন্যায় আর অগ্রভাগ ঈষৎ অবনত এই প্রকার নাসিকা শ্রেষ্ঠ। আর মহৎ ঋজু সুনিষ্ট মুখ শ্রেষ্ঠ। আর দীর্ঘ ও বিস্তার যুক্ত, শুক্লবর্ণ পাৎলা প্রকৃতি যুক্ত পাটল বর্ণ (শ্বেতরক্ত মিশ্রিত বর্ণ) জিহ্বা শ্রেষ্ঠ। আর তেলো নির্ম্মল পুরু গরম। রক্তবর্ণ তালু প্রশস্ত। আর মহান অক্ষীণ স্নিগ্ধ, প্রতিধ্বনি, বাণী গম্ভীর উৎপন্ন ধীর স্বর প্রশস্ত। আর অতি স্থূলনয় অতি কৃশ ও নয় বিস্তার যুক্ত ঢাকা রক্তবর্ণ ওষ্ঠ শ্রেষ্ঠ। হনু মহৎ শ্রেষ্ঠ। আর গোল আর অতি দীর্ঘ নয়, এমন গ্রীবাদেশ প্রশস্ত; আর ব্যূঢ় (বৃহৎ উপচিত মাংস) গূঢ় (গুপ্ত) জত্রু (কণ্ঠ কূপ) প্রশস্ত ও পৃষ্ঠ দেশ এই প্রকার শ্রেষ্ঠ। বিপ্রকৃষ্ট অন্তর স্তনদ্বয় শ্রেষ্ঠ, আর বংশপাতী স্থির দুই পার্শ্ব শ্রেষ্ঠ। গোল পরিপূর্ণ দীর্ঘ বাহু আর জঙ্ঘা হইতে পা পর্য্যন্তও অঙ্গুলি সকল শ্রেষ্ঠএইপ্রকার হইলে শ্রেষ্ঠ আর বৃহৎ উপচিত পাণি ও পাদ শ্রেষ্ঠ। আর স্থির বৃত্ত স্নিগ্ধ তাম্রবর্ণ, উচ্চ কূর্ম্মাকার নখ প্রশস্ত। আর প্রদক্ষিণা বর্ত্তা উচ্চের সহিত নাভি আর বক্ষ ইহার পরিমাণের তিন ভাগের এক ভাগ সমান ভাবে মাংস বৃদ্ধি কটিদেশ প্রশস্ত আর গোল, স্থির উপচিত মাংস অতি উচ্চ নহে এমন পাছা প্রশস্ত, আর ক্রমনিম্ন গোল উপচয় যুক্ত উরু প্রশস্ত। অতি উপচিত নহে

অতি অপচিত ও নহে হরিণের পদের ন্যায় গুপ্ত শিরা অস্থি-সন্ধি, জঙ্ঘা, প্রশস্ত। আর অধিক উপচিত মাংস গুল্ফ দেশ প্রশস্ত নহে। আর পূর্ব্ব কথিত গুণবিশিষ্ট কূর্ম্মাকার দুই পা শ্রেষ্ঠ। আর প্রকৃতি যুক্ত বাত, মূত্র, পূরিষ, গুহ্য, আর স্বপ্ন জাগরণে পরিমিত রোদন, স্তন গ্রহণ এই সকল প্রকৃতি যুক্ত হইলে দীর্ঘায়ু হইবে। এতদ্ব্যতীত যাহা উক্ত হইল না তাহাও প্রকৃতি যুক্ত লক্ষণ হইবে আর বিকৃত হইলে অল্পায়ুর কারণ হইবে।

অথ ধাত্রী কি প্রকার ও তাহার স্তন্য দুগ্ধ কি বর্ণ, কি আস্বাদ হইলে বালক নিরোগী হয় তাহার লক্ষণ ও বিকৃতি হইলে তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা যথাক্রমে বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ ধাত্রী প্রসূতির শরীরের সমান বর্ণ যৌবন শালিনী অনাতুরা, সুন্দরী, পুত্রবতী, জীবতবৎসা, স্তন্য অব্যাপন্ন (পবিত্র দুগ্ধ,) দুগ্ধসম্পন্না মাজারি আকার, ভদ্রবংশসম্ভূতা, স্তন সম্যক যুক্তা, ব্যাধি বিহীন শরীর, শুচি স্বভাব এমত প্রকার ধাত্রী সন্তান প্রতিপালনে নিযুক্ত করিলে বালকের কোন পীড়া উৎপন্ন হয় না। অতঃপর এই প্রকার স্তন্যদুগ্ধ উৎকৃষ্ট যথা প্রকৃতি বর্ণ প্রকৃতি গন্ধ ও রস এবং স্পর্শ হইবে, আর দুগ্ধদোহন করিয়া নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ পাত্রে স্থিত নির্ম্মল জলে নিক্ষেপ করিলে সম্যক প্রকারে মিশ্রিত হইয়া যাইবে। কেন না দুগ্ধের সহিত জলের প্রাকৃতিক সাদৃশ্য আছে। এই প্রকার দুগ্ধ আরোগ্যকর ও পুষ্টিকর। আর যে প্রকার দুগ্ধের দ্বারায় ব্যাধিকর ও পুষ্টি বিহীন হয় তাহা যথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি। স্তন্যদুগ্ধ ঈষৎ কালছেরং, ঈষৎ রক্তবর্ণ, আস্বাদন করিলে কষায় রস বোধ হইবে, আঘ্রাণ করিলে রুক্ষ গন্ধ বোধ হইবে, ও দ্রব ও ফেণাযুক্ত ও

লঘু তৃপ্তিকর বালক পান করিলে শরীর শুষ্ক হইবে, তালু বসিয়া যাইবে কাশীও হইতে পারে; অগ্নি মান্দ্যও হইবে তৎপরে অতি-সার হইতে পারে ইতি প্রথম। আর যে দুগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ ও নীলবর্ণ পীত ও তাম্রবর্ণ হইবে আর আস্বাদনে তিক্ত অম্ল কটুবোধ হইবে, আর আঘ্রাণ করিলে দুর্গন্ধ আর রক্তের গন্ধ আর স্পর্শতে অধিক উষ্ণ বোধ হইলে, সে দুগ্ধের দ্বারায় বালকের অতিসার মন্দাগ্নি দুধতোলা গা গরম ও জ্বর হইবে এই দ্বিতীয়। অপরন্তু যে দুগ্ধ অধিক শুক্ল বর্ণ আস্বাদন করিলে স্বাদু ও লবণ রস বোধ হইবে আর ঘ্রাণ করিলে ঘৃত তৈল বসা মজ্জা ইহার গন্ধ হইবে আর পিচ্ছিল বোধ হইবে ও সূতার ন্যায় দেখা যাইবে আর জলপূর্ণ পাত্রে ফেলিলে ডুবিয়া যাইবে সে দুগ্ধ দ্বারায় বালকের কাশী, দুধে অনিচ্ছা ও উর্দ্ধে এক দৃষ্টি ও কফজ্বর হইবে। এই তিন প্রকার দুগ্ধের দোষ হইয়া থাকে। তাহার সংশো-ধন নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রসূতিকে চিকিৎসা করিতে হইবে যথা ক্রমে তাহার ঔষধ প্রকাশিত হইতেছে।

যাহার দুগ্ধ দোষ হইয়াছে সেই প্রসূতিকে এই সকল পথ্য আহার করিতে দিবে যব, গোধূম, রক্তবর্ণ শালী ধান্য চাউল, সেঠে ধানের চাউল, মুগ ডাল, মটরের ডাল, কুত্তি কলাইয়ের ডাল, সুরাদি মদ্য এই সকল ভোজন ও পানার্থ দিবে, আর আক্লাদি (কাষ্ঠ বিশেষ), শুঠ, দেবদারু, সুচমুখী, গুড়ুচি, চিরেতা, বেতোশাক, মানে ফল, কট্‌কি, অনন্তমূল ইহা দিবে। কষায় সেবন করিতে দিবে। এতদ্ব্যতীত নিম্ব, পটোল, বেতাগ্র প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য আহারীয় দ্রব্য সকল বা ক্বাথ করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহার দ্বারায় উপরের লিখিত তিন প্রকার দুগ্ধ দোষ নষ্ট করিয়া

দুগ্ধ বিশুদ্ধ হয়। অপর দুগ্ধ একবারে না হইলে বা অল্প দুগ্ধ হইলে তাহা উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত এই নিম্নের ঔষধি তৈয়ার করিবে।

যাহাদিগের দুগ্ধ উৎপন্ন করিতে হইবে, তাহাদিগকে প্রথমতঃ অন্ন বা গুড় কৃত মদ্য পান করিতে দিবে। আর গ্রাম্য মাংস, জলজ মাংস, শাক, ধান্য, মাংস আর মধুর অম্ল লবণ আধিক্য আহার ভোজন করিতে দিবে। আর অশ্বথ বট ডুমুর ও অনন্তমূল এই সকলের দুই তোলা পরিমাণের ক্বাথ প্রাতে সন্ধ্যা সেবন করাইবে।

আর শ্যামাক (অর্থাৎ শামাঘাস) আর সেঠে ধান, রক্ত শালী, ইক্ষু, নাটা, উলু, কুশা কেশ ইহাদিগের মূল পান করিলে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, আর পবিত্রা দুগ্ধা ধাত্রী দুগ্ধ পান করাইবে, যদি দুগ্ধ পবিত্র না হয় তাহা হইলে রাখালশশা, ব্রহ্মী শাক, আর শ্বেত ও পীতবর্ণ দুর্ব্বা, গোক্ষুর, কর্কটী, গুলঞ্চ, হরীতকি, কট্‌কি, শ্বেত বেড়েলা ইহাদিগের মধ্যে একটি বা দুটি যত সংগ্রহ হয় ২ তোলা পরিমাণে চতুর্থাংশ ক্বাথ পান করাইবে। অতঃপর ধাত্রী বালককে পূর্ব্বমুখ করিয়া দক্ষিণ স্তন পান করাইবে এই ধাত্রী কর্ম্ম বলা হইল।

অতঃপর বালককে কি প্রকার গৃহে রক্ষা করিলে নিরাপদ হইবে তাহা যথাক্রমে প্রকাশিত হইতেছে।

গৃহ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ নূতন গৃহ প্রশস্ত নচেৎ পুরাতন সংস্কৃত গৃহ দেখিতে মনোহর নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র দ্রব্যে সজ্জিত অন্ধকার শূন্য এবং বায়ুর প্রবাহ শূন্য কিন্তু গৃহের এক পার্শ্বে দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইবে আর মূষিকাদি জন্তুর গর্ত্ত শূন্য, আর পতঙ্গাদি প্রবেশ করিতে না পারে সেই

গৃহ আবশ্যক মত বিভাগ করা হইলে এক পার্শ্বে মল মূত্র ত্যাগের স্থান অপর দিকে জল রাখিবাব ও পাক করিবার স্থান হইবে।

আর সুসজ্জিত শয়ন বিছানাব চাদব যুক্ত হইবে, আব সেই গৃহে প্রসিদ্ধ মাঙ্গল্য দ্রব্য থাকিবে। সুশিক্ষিতা বৃদ্ধা স্ত্রী সব থাকিবে আব গৃহে সর্ব্বদা সুগন্ধ গন্ধে গন্ধিত থাকিবে। আর বালকেব সমান বস্ত্রাদি এ সকল দ্রব্যেব দ্বারায ধূপ দিবে—যব শ্বেত সর্ষপ আতসি (মসনে) ফুল, হিঙ্গু, গুগ্‌গুল, বচ, ব্রহ্ম যষ্টি জটামাংসী, চাম ঘাস্, সাপেব খোলস ঘৃত সংযুক্ত কবিযা ইহার মধ্যে যে কএকটি প্রাপ্ত হইবে তাহাব দ্বাবায ধূপ দিবে। আর কুমাবকে অলঙ্কাবে বিভূষিত করিবে আব গণ্ডাব হরিণ গরু ষাঁড় ইহাদিগেব দক্ষিণ শৃঙ্গাগ্রভাগ গ্রহণ কবিযা গৃহে বাখিবে কিন্তু জীবিতের। এতদ্ ব্যতীত সাধুগণ যে সকল ঔষধ বা নিয়ম বলিবেন তাহাও আচবণ কবিবে। আব শব্দবন্ত নানা প্রকার চিত্রিত মনোহব খেলনা সকল রাখিবে কিন্তু তাহা লঘু হইবে আর অগ্রভাগ স্থূল আব অপ্রাণ হবিণ ও ভযজনক নহে এরূপ। ও বালককে কদাপি ভয দেখাইবে না কিন্তু যখন রোদন করে কিম্বা ভোজন করে তখন বাক্ষস পিশাচ ভূতাদি নাম গ্রহণ করিবে। আব যদ্যপি বালকেব কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয তাহা হইলে যথাব্যাধি ও কার্য্য কাবণ নির্ণয় কবিযা স্বদেশ ও সুভূমি জাত যথা ঔষধির দ্বারায চিকিৎসা করিবে। অস্বাস্থ্যকর যে সকল পদার্থ তাহা ত্যাগ করিবে আর হিত পদার্থের সর্ব্বদা উপযোগ করিবে। সেই প্রকার করিলে বল, বর্ণ, আয়ু, সম্পদ প্রাপ্ত হইবে এবং যৌবন কাল পর্য্যন্ত উপরোক্ত নিয়ম সকল স্বযত্নে

পালন করিলে আর ধর্ম্মে সতত মতি রাখিবে তাহা হইলে সন্তান নিরাময় থাকিবে। যাহারা পরনিন্দুক ও ধর্ম্ম হীন ও দ্বেষী তাহারা কখন ঐ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না এবং তাহাদের সন্তানগণ দীর্ঘায়ু ও নিরাময় হইতে পারে না অতএব ধর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ষড়ধাতুসমুদিত এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহা কি প্রকারে সঙ্গত ও শরীরের সহিত জগতের সাদৃশ্য অর্থাৎ শরীরকেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হয় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। পঞ্চভূত ও ব্রহ্ম অব্যক্ত ইহার যোগেতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে সেই পুরুষের(মূর্ত্তি) পৃথিবী (ক্লেদ) আপ (অভিসন্তাপ) তেজঃ প্রাণ) বায়ু (ছিদ্র) আকাশ (অন্তরাত্মা) ব্রহ্ম। জগতে ব্রহ্ম বিভূতি পুরুষের অন্তরাত্মিকী বিভূতী লোকে ব্রহ্ম বিভূতি শরীরে, প্রজাপতি অন্তরাত্মা পুরুষে, সত্ত্ব লোকে ইন্দ্র শরীরে অহংকার, লোকে সূর্য্য পুরুষে গ্রহণ, লোকে রুদ্র শরীরে রোষ, লোকে চন্দ্র শরীরে প্রসাদ লোকে বসু পুরুষে সুখ লোকে অশ্বিনি কুমারদ্বয় শরীরে কান্তি লোকে মরুৎ শরীরে উৎসাহ লোকে দেবতা সকল পুরুষে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ লোকে. তম পুরুষে মোহ, লোকে জ্যোতি পুরুষে জ্ঞান যে প্রকার লোকের স্বর্গাদি সেই প্রকার পুরুষের গর্ভাধান লোকে সত্যযুগ পুরুষে বাল্যকাল, ত্রেতা যুগ পুরুষে যৌবন, দ্বাপর শরীরে বার্দ্ধক্য, কলিযুগ শরীরে ব্যাধি, লোকে যুগান্ত শরীরে মরণ, এই প্রকারে জগতের সহিত শরীরের সাদৃশ্য আছে বলিয়া শরীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলা যায়। আর এই শরীরে আত্মাই প্রধান। তিনিই সকল দর্শন করেন ও করান;

আর তিনিই সুখ দুঃখের কারণ কর্ম্মাত্মক হেতু। হেতু আদি দ্বারায় যুক্ত হইয়া সর্ব্বলোক অহং এই প্রকার জানিয়া প্রথম মোক্ষের নিমিত্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই পুরুষের সংযোগাপেক্ষী সেই লোক শব্দ প্রাপ্ত হয়। আর সামান্যতঃ ষড় ধাতু সমুদায় সর্ব্বলোক সেই সমুদায়ের হেতু উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উপপ্লব, বিয়োগ। উৎপত্তির কারণ যে তাহার নাম হেতু আর জন্ম হওয়ার নাম উৎপত্তি বৃদ্ধি অপ্যায়ন অর্থাৎ ক্রমশঃ বৃদ্ধি উপপ্লব দুঃখাগম ষড় ধাতুর বিভাগ। যে তাহার নাম বিয়োগ ইহার নাম জীবাপগম। প্রাণ নিরোধ ভঙ্গ লোক স্বভাব, মরণ। আর সেই মরণের ও সকল উপপ্লবের মূল প্রবৃত্তি। নিবৃত্তি অর্থাৎ উপরম প্রবৃত্তি দুঃখ নিবৃত্তি সুখ সেই সুখ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম সত্য সেই সত্য সর্ব্বলোকের সামান্য জ্ঞান হেতু সেই সামান্য জ্ঞান সামান্য উপদেশের প্রয়োজন।

সেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উপায় বলা যাইতেছে—মোহ, ইচ্ছা, ও দ্বেষ যে কর্ম্ম তাহারাই প্রবৃত্তির মূল সেই প্রবৃত্তি হইতে অহঙ্কার, সঙ্গ, সংশয়, অভিসংপ্লব, অভ্যধঃপাত, বিপ্রত্যয়, অবিশেষঃ আর অনুপায় যেমন অতি বিপুল শাখা তরু তন্নিম্ন স্থিত নূতন বৃক্ষকে পরাভব করিয়া বিস্তারিত হয়। সেই প্রকার প্রবৃত্তি সত্ত্বকে পরাভব করিয়া পুরুষে বিস্তারিত হয়। ইহার মধ্যে জাতি, রূপ, ধন, উন্নত অবস্থা, বুদ্ধি, শীলতা, কুলবীর্য্য বিক্রমযুক্ত "আমি" এই কথা বলার নাম অহঙ্কার। আর যে সকল কর্ম্ম মন বাক্য শরীরের দ্বারায় সম্পন্ন হয় ও অপবর্গের নিমিত্ত নহে তাহার নাম সঙ্গ। আর যাহাতে কর্ম্ম ফল মোক্ষ পুরুষ পরলোক এ সকল ধর্ম্ম আছে কিনা এই প্রকার বোধের নাম সংশয়

আর যাহাতে সকল অবস্থাতেই "আমি" এক প্রধান "আমি" সকলের স্বজন কর্ত্তা। আমিই স্বভাব সিদ্ধ, আমিই শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বিশেষ বাথি—এই প্রকার যে সংগ্রহ করা তাহার নাম অভিসংপ্লব ; আর যাহাতে আমার মাতা ও পিতা, ভ্রাতা, দারা, অপত্য, বন্ধু, মিত্র, ভৃত্য, এই সকল গণ—আমার ও আমি এই সকল গণের এই প্রকার যে বোধ ইহার নাম অভ্যধঃপাত।

আর যাহাতে কার্য্য অকার্য্য, হিত অহিত, শুভ অশুভ এই সকলেতে বিপরীত রূপে অভিনিবেশ করিলে তাহাকে বিপ্রত্যয় বলে। আর জ্ঞান অজ্ঞানতে প্রকৃতি ও বিকারেতে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে যে সামান্য দর্শন তাহার নাম অবিশেষঃ। আর যাহাতে প্রোক্ষণ, অনশন, অগ্নিহোত্র, ত্রিসবন, অভ্যুক্ষণ, আবাহন যাচন, জল ও অগ্নি প্রবেশাদির নাম অনুপায। এই প্রকার ধৃতি স্মৃতি অহংকারাভিনিবিষ্ট সক্ত সংশায়িতাভিসংপ্লুত বুদ্ধি অভ্যব পতিত, তাহা হইতে অন্যথা দৃষ্টির অবিশেষ গ্রাহী, বিমার্গ গতি, নিবাস বৃক্ষ শরীর দোষ সকল দুঃখের মূল। এই প্রকার অহঙ্কা-রাদি দোষেতে যিনি ভ্রাম্যমান হইতেছেন তিনি প্রবৃত্তিকে কখন অতিবর্ত্তন করিতে পারেন না, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি পাপের মূল, আর নিবৃত্তির নাম অপবর্গ। সেই অপবর্গের নাম—পর প্রশান্ত সেই অক্ষর ব্রহ্ম মোক্ষ, সেই স্থানে মুক্তি ইচ্ছুকদিগের যাইবার নিমিত্ত পন্থা প্রদর্শন করা হইতেছে।

যিনি লোকের দোষ দর্শন করেন তিনি প্রথমতঃ গুরু সমীপে গমন করিবেন ও উপদেশানুরূপ অনুসন্ধান করিবেন ও অগ্নির উপচর্য্যা করিবেন, ধর্ম্ম শস্ত্রানুরূপ কার্য্য করিবেন ও তদর্থ অবগত

হইয়া, তাহাতেই অবষ্টব্ধ হইলে, তাহার পর যথোক্ত ক্রিয়া করিবেন ও সতের উপাসনা ও অসতের পরিবর্জন করিবেন।

আর সত্য ও সকল লোকে অপরূপ ভাব, আর অমতি. কালে বাক্যপরীক্ষা ও সকল প্রাণিতে আপনার সদৃশ বোধ করিবে, আর সাংসারিক বিষয়ে স্মরণ করিবে না। কোন বিষয় সংকল্প ও প্রার্থনা করিবে না। স্ত্রীলোকদিগের সহিত সম্ভাষণ বর্জ্জন করিবে, ও সর্ব্বপরিগ্রহ ত্যাগ, কৌপীন ও আহারের নিমিত্ত ধাতু.রাগনিবসন পরিধান করিবে। কন্থা সেলাইয়ের নিমিত্ত সূচ্ গ্রহণ করিবে, আর শৌচাধানের নিমিত্ত কমণ্ডলু রাখিবে, ও দণ্ড ধারণ করিবে, ভিক্ষাচর্য্যের নিমিত্ত ও প্রাণ ধারণ নিমিত্ত অগ্রাম্য যথা প্রাপ্ত ভিক্ষা ও এককাল ভোজন করিবে। আর শ্রম নিবারণের নিমিত্ত গলিত শুষ্ক বৃক্ষের পত্র ও তৃণকে বিছানা ও বালিস করিবে, আর ধ্যানের নিমিত্ত যোগাসন অভ্যাস করিবে, আর বনে বিনা গৃহে বাস করিবে। তন্দ্রা, নিদ্রা আলস্য ত্যাগ করিবে। ইন্দ্রিয় অর্থ সকলের অনুরাগ ও উপতাপ নিগ্রহ করিবে, আর নিদ্রিত অবস্থায় ও স্থানান্তর গমন বিষয়ে ও আহার বিহারে, ব্যায়ামাদি কার্য্য স্মৃতিপূর্ব্বক করিবে, আর সমাদর, স্তুতি, নিন্দা, অপমান সহ্য করিবে, আর ক্ষুধা পিপাসা, পর্য্যটন, শ্রম, শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা, সুখ, দুঃখ সহনশীল হইবে, আর শোক, দৈন্য, দ্বেষ, মান, রাখিবে না। আর মদ, লোভ, রাগ, ঈর্ষা, ভয়, ক্রোধাদি সঞ্চয় করিবে না। ভূষণাদিতে উপসর্গ বোধ করিবে, লোক ও পুরুষ সামান্য দর্শন আর কর্ত্তা কর্ম্মের বিনাশের ভয় করিবে, আর যোগারম্ভ কালে নিরন্তর মনের খেদ করিবে না, আর অপবর্গের

নিমিত্ত সত্ত্বের উৎসাহ, বুদ্ধি, ধারণা ও স্মৃতি বল ধারণ করিবে।

আর ইন্দ্রিয়দিগের নিয়মন করা, চিত্তেতে চিত্তের, আত্মাতে আত্মার এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম করিবে। আর ধাতু ভেদের দ্বারায় শরীরাবয়ব সঙ্খ্যা করিবে, আর দুঃখ সকলের কারণবৎ, কিন্তু অনিত্য এই স্বীয় কার্য্য। আর সকলেতে প্রবৃত্তি তাহার নাম দুঃখ সংজ্ঞা, সকলের ত্যাগ হইলে সুখ সংজ্ঞা, ইহার নাম অভিনিবেশ। এই অপবর্গের হেতু, অপবর্গ বিষয় হইতে অন্যথা বস্তু নিন্দিত ও নরকের কারণ, এই ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত যথাক্রমে পন্থা প্রদর্শন করা হইল।

উপরোক্ত পবিত্র নিয়মের দ্বারায় সত্ত্ব সম্যক প্রকারে নির্ম্মল হয় যেমন দর্পণ, তৈল, বস্ত্র ও কুচির দ্বারায় নির্ম্মল হয় তথা। আর যথা গৃহ, মেঘ, ধুলা ধুম, নিহার, ইহাদিগের দ্বারায় অসমাবৃত সূর্য্য মণ্ডল যে প্রকার জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়, তথা মল রহিত শুদ্ধ সত্ত্ব শরীরে জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়, আর যে প্রকার দীপাশয়ে স্থির জ্যোতিঃ প্রদীপ গৃহ মধ্যে যেমন আলো প্রকাশ করে, সেই প্রকার শুদ্ধ-সত্ত্ব আত্মাতে সংযুক্ত হইয়া অয়নে সংবৃত হইয়া প্রকাশ হয়। শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে যে সত্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, আর যাহার দ্বারায় অতি বল মহামোহ তম বিনাশ হয়, আর যাহার দ্বারায় স্বভাবজ্ঞেরা সর্ব্বভাব হইতে নিস্পৃহ হন ও যোগ সাধন হয় এবং জ্ঞান হয় আর যাহার দ্বারায় অহংকার প্রাপ্ত হয় না আর যাহা কর্ত্তৃক কারণের উপাসনা হয় না। আর যাহার দ্বারায় জগতের কোন বস্তুর অবলম্বন থাকে না আর যে সত্যবুদ্ধির দ্বারা সংসারের সকল পদার্থের ত্যাগ হয়, নিত্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

তিনি অজর শান্ত অক্ষর, যাহার দ্বারায় এই সকল সম্পন্ন হয় তাহার নাম বিদ্যা, সিদ্ধি, মতি, মেধা তাহারই নাম জ্ঞান, বলিয়া মানিয়া থাকেন। আর লোকে আত্মাকে বিস্তার করিতেছে, আর লোক আত্মাতে দেখিতেছে পর ও অপর দর্শন, শান্তি জ্ঞান মুল নষ্ট করেন; আর সকল কালে সকল অবস্থাতে সকল ভূতকে দর্শন করিতেছেন আর শুদ্ধ ব্রহ্মভূত যিনি হইয়াছেন তাহাতে সংযোগ প্রাপ্ত হয় না। আর আত্মার কারণের অভাব না হ গুণাতে সকল লিঙ্গ বোধ হয়, সেই আত্মার সকল কারণের ত্যাগ হেতু মুক্ত বলা যায়; সেই মুক্তির নাম বিপাপ, বিরজ, শান্ত, পর, অক্ষর, অব্যয়, অমৃত, ব্রহ্ম, নির্ব্বাণ এই সকল পর্য্যায় দ্বারায় শান্তি লাভ করে। এই সকল বিজ্ঞান হইতে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারায় মুক্ত। সংশয় ও রজ তম শূন্য হইয়া, ক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ক্রিয়াবানেরা নির্ব্বাণ লাভ করুন। ইতি।

শরীরের ইন্দ্রিয় দিগের স্থান নির্ণয় ও সাংসারিক নিয়মে কি প্রকারে চলিলে ইহ পরলোকে হিত সাধন হয় সেই সকল বিধি প্রদর্শন করা হইতেছে।

এই পঞ্চ ভূতাত্মক শরীর হইতেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়,পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্রব্য, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান, পঞ্চ ইন্দ্রিয়য়ের বুদ্ধি. এই প্রকার ইন্দ্রিয় অধিকারে উক্ত আছে। আর মন অতীন্দ্রিয় তাহাকে কেহ সত্ত্ব বলেন, সেই মনের অর্থের অধীন সকল ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টা, আর ইন্দ্রিয়দিগের যাহা জ্ঞানভূত তাহার নাম চেষ্টা, আর স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয়ের অর্থ সংকল্প, ব্যভিচার অনেক বস্তুতে পুরুষের হয় একই মন হইতেছে। রজ ও তম সত্ত্বে যোগ হইলে মন (স্বত্ত্ব) অনেক নহে, মন এক ও সূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত এককালে অনেক বস্তুতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এককালে এক বস্তুতে পতিত হয়, সেই কারণ, এককালে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয় না, আর যে গুণ নিরন্তর পুরুষে অনুবর্ত্তন করে, তাহার নাম সত্ত্ব, আধার বাহুল্য হেতু, ঋষিরা ইহাকে সত্ত্ব উপদেশ করেন, আর মন সকল ইন্দ্রিয়ের অগ্রবর্ত্তী বলিয়া ইন্দ্রিয় সকল রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সেই ইন্দ্রিয় কি তাহা এই প্রদর্শিত হইতেছে, চক্ষু, শ্রোত্র,ঘ্রাণ,রসনা, স্পর্শ, এই পঞ্চ

আর আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, মাটি, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্রব্য। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান—অক্ষি, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চ। আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অর্থ, আর চক্ষু বুদ্ধ্যাদি, এই সকল ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধি, এই সকল আবার ইন্দ্রিয়ার্থ সত্ত্ব ও আত্মা, ইহার সন্নিকর্ষজা ক্ষণিকা ও নিশ্চয়াত্মিকা,সে পাঁচিশ প্রকার, এই—১ মন, ২ মনার্থ, ৩ বুদ্ধি, ৪ আত্মা, (অধ্যাত্ম দ্রব্যগুণ) সংক্ষেপে সংগ্রহ করা হইল। আর শুভাশুভ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হেতু বলা হইল, আর দ্রব্যাশ্রিত যে কর্ম্ম যাহাকে ক্রিয়া বলে, তাহাও বলা হইল, দ্রব্য অর্থাৎ আত্মা ; পঞ্চ ইন্দ্রিয, পঞ্চ ইন্দ্রিয দ্রব্য, পঞ্চইন্দ্রিয় আশ্রয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি, এই ইন্দ্রিযদিগেব পঞ্চ বিংশতি ভেদ হইল। তাহাব মধ্যে অনুমানগম্য মহাভূতবিকার, সমুদায়াত্মক, বর্ত্তমান ইন্দ্রিযদিগের, চক্ষুতে তেজ, শ্রোত্রে আকাশ, ঘ্রাণে পৃথিবী, রসনায় জল, স্পর্শনে বায়ু, বিশেষ উপদেশ কবা হইতেছে। ইহার মধ্যে বিশেষেতে যে ইন্দ্রিয়, যে আত্মক, সেই ইন্দ্রিয়, তদাত্মক রূপে অনুধাবন কবেন, তদনন্তর স্বভাব ও ব্যাপকত্ব হেতু সেই ইন্দ্রিয় সকলেব অর্থযোগ অতিযোগ মিথ্যা যোগ হইতে, বিকৃতি আপদ্যমান, সমনস্ক ইন্দ্রিয়কে যাহার যে বুদ্ধি তাহার হানির নিমিত্ত প্রাপ্ত হয ; আবার সমযোগ হইতে প্রকৃতি আপদ্যমান চিত্ত যাহার যে বুদ্ধি তাহাকে বৃদ্ধি করে, আর মনের চিন্তা অর্থ সেই চিন্তাকে মন ও বুদ্ধি সেই সকল সমযোগ, অতিযোগ হীনযোগ ও মিথ্যা যোগ ইহারা প্রকৃতি বিকৃতির হেতু হয় ; প্রকৃতির বিকৃতি হইলে সেই উপতপ্ত সমনস্ক ইন্দ্রিয়দিগের প্রকৃতি ভাবের নিমিত্ত এই সকল

হেতুর দ্বারায় সর্ব্বদা প্রযত্ন করিবেন। সেই সকল হেতু এই আত্মার হিতকারক, যে সকল পদার্থ তাহার সংযোগের দ্বারায় ও বুদ্ধি দ্বারায় কর্ম্ম সকলকে দেখিয়া তাহাদের প্রয়োগের দ্বারায় আর দেশ কাল আত্ম গুণ বিপরীত উপসেবনের দ্বারায় মনকে প্রকৃতিস্থ করিতে প্রযত্ন করিবে, সেই নিমিত্ত অর্থাৎ প্রকৃতির নিমিত্ত আত্মহিত ইচ্ছুকদিগের অর্থাৎ যোগী সর্ব্বদা স্মৃতিতে স্থিত হইয়া সৎবৃত্তের অনুষ্ঠান করিবে। সেই সৎবৃত্ত কি তাহা যথাক্রমে প্রদর্শন করা হইতেছে; দেবতা, গরু, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ, আচার্য্য ইহাদিগের উপাসনা করিবে। অগ্নি সঙ্গে সঙ্গে চরণ করিবে, অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে চলিবে, আর মঙ্গলজনক ঔষধি ধারণ করিবে, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবে। দুই কালে স্নান করিবে, ক্রিয়া করিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া তৃপ্ত হইবে। আর মলের যে সকল স্থান ও পাদদ্বয় নির্ম্মল করিবে এক পক্ষেতে তিনবার মুখ কেশ দাড়ি নখ পরিষ্কার ও ছেদন করিবে, আর প্রত্যহ আস্ত কাপড় পরিধান করিবে, সর্ব্বদা সাধুর বেশে থাকিবে। মাথার চুল কাটিবে, মস্তক কর্ণ নাসিকা ও পাদদ্বয়ে নিত্য তৈল দিবে। প্রত্যহ ধূম্র পান করিবে। লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে মধুর মুখে তাঁহার বাক্য সম্ভাষণ না করিতে পূর্ব্বেই সম্ভাষণ করিবে, আর দুর্গম পন্থায় ব্যুৎপন্ন বুদ্ধি সম্পন্ন হইবে, হোম করিবে, অর্থাৎ ক্রিয়া করিবে, যজ্ঞ ক্রিয়া করিবে, ক্রিয়া দান করিবে, ওঁকার ক্রিয়া করিবে, ক্রিয়ার দ্বারায় অন্যের বল হরণ করিবে, অতিথিদিগের পূজা করিবে, কূটস্থে ধ্যান রাখিবে, যথা কালে হিত পরিমিত মধুর শব্দবাদী হইবে, আত্মাকে বশীভূত করিবে, ভূতের প্রতি দয়া করিবে, আর হেতুতে

ঈর্ষা করিবে, কিন্তু ফলে করিবে না, আর চিন্তা রহিত, ভয় হীন, ধীমান, হ্রীমান, অর্থাৎ লজ্জাশীল, মহোৎসাহী, কার্য্যদক্ষ, ক্ষমা-বান, ধার্ম্মিক, আস্তিক, বিনয়বুদ্ধি, পরিবার, বয়োবৃদ্ধ, সিদ্ধ আচার্য্য ইহাদিগের উপাসিত হইবে, ছত্র ধারণ করিবে, দণ্ড ধারণ করিবে, ও মৌনী হইবে, বিনামা ধারণ করিবে, পথে চলিবার সময় চার হাত পরিমাণ মৃত্তিকায় দৃষ্টি করিবে, আর সর্ব্বদা মঙ্গলাচারী হইবে, কুচি, অস্থি, কণ্টক, ঘৃণিত বস্তু, চুল, তুষ, কাঁকর, ভস্ম, খাপ্‌রা, স্নান, বলি, মাটি, ইহাদিগের পরিহরণ কর্ত্তা হইবে, আর শ্রম করিবার পূর্ব্বে ব্যায়াম করিবে না। সকল প্রাণির প্রতি বন্ধুর মত দেখিবে, ক্রোধিত ব্যক্তির প্রতি অনুনয় করিবে, ভীতদিগের প্রতি আশ্বাস করিবে, দান ব্যক্তি দিগের বুদ্ধিদাতা হইবে, সর্ব্বদা সত্ব ধারণ করিবে আর সর্ব্বদা অবধান চিত্তে থাকিবে। আর পরের কর্কশবাক্য সহ্য করিবে। দুঃখ নষ্ট করিবে ক্রিয়ার দ্বারায়, শান্তিগুণ যাহাতে হয় তাহা দেখিবে অর্থাৎ ক্রিয়া, রাগ ও দ্বেষ যাহা হইতে উৎপত্তি হইতেছে, তাহার নাশ করিবে অর্থাৎ রজ ও তমগুণ নাশ করিবে, অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হইবে। মিথ্যা কথা ব্যবহার করিবে না, অন্যের ধন গ্রহণ করিবে না, অন্যস্ত্রী অভিলাষ করিবে না, অন্য স্ত্রীকে ইচ্ছা করিবে না, কাহার সহিত শত্রুতা করিবে না কোন পাপ কার্য্য করিবে না, যিনি পাপ কার্য্য করেন তাঁহার সঙ্গ করিবে না, অন্যের দোষ বলিবে না, অন্যের গোপনীয় বিষয় জানিবে না, ও জানাইবে না, অধার্ম্মিকের সহ ও রাজশত্রুসহ একত্র বসিবে না ও উন্মত্ত, পতিত, ভ্রূণহত্যাকারীর এবং নীচ কুলোদ্ভব দুষ্ট ইহাদের সঙ্গ করিবে না। আর জীর্ণ যানে আরোহণ

করিবে না, আর জানুসম কঠিন আসনে উপবেশন করিবে না। বিস্তার করা নয় বিনা বালিসের বিছানা আর লম্বা চৌড়া নয়, উচু নীচু স্থান ও বিছানায় শয়ন করিবে না। পর্ব্বতের মস্তক দেশে বিষম স্থানে ভ্রমণ করিবে না। বৃক্ষারোহণ করিবে না। উগ্রবেগবতী নদীতে অবগাহন করিবে না। আর জলাশয়-তীরস্থ বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিবে না। আর যে স্থানে অগ্নির উৎপাত হইতেছে তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবে না। উচ্চহাস্য করিবে না। শব্দবান বায়ু নিঃসরণ করিবে না, অসংবৃত মুখ হইয়া হাই, হাঁচি, ও হাস্য প্রভৃতি করিবে না, নাক খুঁটিবে না, দাঁত কিড়মিড় করিবে না, নখে নখ বাজাইবে না, হাত বাজাইবে না, ভূমি খুঁড়িবে না, তৃণ ছিড়িবে না, অণ্ডকোষ মর্দন করিবে না, বিগুণ সঙ্গ সহ কার্য্য করিবে না, আর জ্যোতির্ম্ময় বস্তু অগ্নি অপবিত্র অমঙ্গলীয় বস্তু সর্ব্বদা দর্শন করিবে না আর হুঁকার করিবে না, আর চৈত্র বৃক্ষ ধ্বজা গুরু পূজ্য মঙ্গলীয় ছায়াকে লঙ্ঘন করিবে না। আর রাত্রিতে দেবালয় চৈত্র বৃক্ষ অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে যে বৃক্ষ তলায় পূজা করে, চত্বর অর্থাৎ চৌমহানী উপবন, এই সকল স্থানে গমন করিবে না, একাকী শূন্য গৃহে প্রবেশ করিবে না ও অটবী অর্থাৎ আপনি আপনি যে সকল জঙ্গলের মতন গাছ হয়। পাপবৃত্ত, স্ত্রীমিত্র ও ভৃত্য ইহা-দিগের ভজনা করিবে না। উত্তমের সহিত বিরোধ করিবে না নীচের উপাসনা করিবে না, কুটিল ব্যবহার করিবে না, অমান্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। কাহাকে ভয় উৎপাদন করাইবে না, আর সাহস অতিনিদ্রা জাগরণ স্নান পান ভোজন সেবা করিবে না, সম্যক্‌রূপে, আর উর্দ্ধ জানু হইয়া দীর্ঘ কাল

থাকিবে না,সর্পের পশ্চাৎ গমন করিবে না, ও দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গ-ধারি দিগের অনুগমন করিবে না। অগ্রবাত, আতপ, শিশির,ঝড়, এই সকল ত্যাগ করিবে। কাহার সহিত ঝগড়া করিবে না। লোকালয়ে অগ্নির উপাসনা করিবে, কাহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে না। অধঃ করিয়া কোন বস্তু তাপাইবে না। শ্রান্তি দূর না করিয়া, মুখ না ধুইয়া, উলঙ্গ হইয়া অবগাহন করিবে না। স্নান করিয়া উঠিয়া,স্নানের ভিজা বস্ত্র মস্তকে ধারণ করিয়া আসিবে না আর চুলের অগ্রভাগ টানিবে না, আর স্নানকৃত ভিজাবস্ত্র পরিধান করিবে না। আর বস্ত্র ঘৃত পূজ্যলোক মাঙ্গল্য দ্রব্য ও সুগন্ধি দ্রব্য স্পর্শ না করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইবে না ও পূজ্য মাঙ্গল্য দ্রব্য সকলকে বাম পার্শ্বে রাখিয়া গমন করিবে না। এতদ্ব্যতীত দ্রব্য বাম পার্শ্বে রাখিয়া গমন করিবে। হস্তে রত্ন ধারণ না করিয়া, স্নাত না হইয়া, জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ না করিয়া, জপ না করিয়া, দেবতাদিগের হোম না করিয়া ও পিতৃকুল নিরূপণ না করিয়া (কূটস্থ) গুরুদিগকে দান না করিয়া ও অতিথি দিগকে বা আশ্রিত দিগকে ভাল গন্ধ ঘ্রাণ না লইয়া, মালা ধারণ না করিয়া আর হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালন না করিয়া, শুদ্ধ-মুখ না হইয়া, মুখে জল না দিয়া বিমনা হইয়া আর ভোজন না করিয়া, শিষ্ট না হইয়া, শুচী না হইয়া, ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কোন স্থানে পরিচরণ করিবে না। আর বিনা পাত্রে অপবিত্র পাত্রে কুৎসিত দেশে, অকালে বিস্তৃত স্থানে, অগ্নিকে অগ্রভাগ না দিয়া (পঞ্চ বায়ুকে না দিয়া) জল না ছিটাইয়া মন্ত্রের দ্বারায় অভিমন্ত্রিত না হইয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারায় পঞ্চ দৈবতাকে মনে মনে আহুতি না দিয়া ও অন্যের কুৎসা না করিয়া,নিজে নিন্দিত

না হইয়া ও স্বাস্থ্যের বিপরীত অন্ন গ্রহণ করিবে না। মাংস কাঁচা,শুষ্ক শাক, আর ফল ইহা ভিন্ন অন্য বস্তু বাসি গ্রহণ করিবে না, আর দধি মধু লবণ ছাতু ঘৃত হইতে অন্য যে সকল বস্তু তাহা অশেষ ভোজন করিবে না। রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না, কেবল মাত্র ছাতু ভোজন করিবে না। আর রাত্রিতে বহু ভোজন করিবে না আর জল প্রথমে না গ্রহণ করিয়া ভোজন করিবে না, বক্র হইয়া ভোজন করিবে না। ভোজন করিয়া উঠিয়া শয়ন করিবে না আর ব্যগ্র হইয়া কোন কার্য্য করিবে না। আর বায়ু অগ্নি জল চন্দ্র সূর্য্য দ্বিজ গুরু ইহাদিগের প্রতি মুখের থুথু,বাৎকর্ম্ম মল ও মূত্র ত্যাগ করিবে না। আর পথে ছিট্যাইয়া প্রস্রাব করিবে না। আর জনাকীর্ণ স্থানে, ভোজন কালে, জপ, হোম, অধ্যয়ন পূজা, মঙ্গল ক্রিয়াতে নাক হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ করিবে না। স্ত্রীদিগকে নিন্দা করিবে না, অধিক বিশ্বাস করিবে না ও গুহ্য কথা প্রকাশ করিবে না এবং আধিপত্য করিতে দিবে না, আর রজস্বলা, আতুরা, অপবিত্রা, অমঙ্গলা, অনিষ্ট-রূপা, অনিষ্টউপচা, ও অনিষ্ট আচারা, প্রতিকূলা, অকামা, অন্যকামা, অন্যস্ত্রী, অন্যযোনী ও অযোনী ও চৈত্য, উঠন, চৌমোহানি, উপবন, শ্মশান,জল, ঔষধি, দ্বিজ, গুরু.ও দেবালয়ে এবং দ্বিসন্ধ্যা ও নিষিদ্ধ তিথিতে অশুচি হইয়া, ঔষধি সেবন না করিয়া সঙ্কল্প সিদ্ধি না হইলে, কামবেগ উপস্থিত না হইলে, ভোজন না করিয়া, অতি ভোজন করিয়া, বিষম স্থানস্থ হইয়া, মল মূত্রেতে পীড়িত হইয়া, শ্রম, ব্যায়াম, উপবাস,নিদ্রাবৎক্লান্তি, ইহাতে পীড়িত হইয়া, আর প্রকাশিত স্থানে স্ত্রী সংসর্গ করিবে

না। সাধু ও গুরু লোকদিগকে নিন্দা করিবে না, অশুচি, অভি-চার কর্ম্ম অর্থাৎ মন্ত্রাদি (ক্রিয়া) দ্বারায় অন্যের অনিষ্ট করা, চৈত্য পূজা ও পূজ্য, অধ্যয়ন এই সকল বিষয়ে প্রকাশিত হইবে না। আর বিদ্যুৎ প্রকাশের সময়, মেঘ হইলে, দিক্ সকল প্রকাশ না হইলে, অগ্নি উৎপাত হইলে, ভূমি কম্প হইলে, মহা উৎসব কালে, উল্কা পাত সময়ে, মহাগ্রহ উপগমন কালে অর্থাৎ ধূমকেতু গমন কালে, নষ্ট চন্দ্র তিথিতে, সন্ধ্যা কালে, গুরুর মুখ হইতে নির্গত না হইলে, দ্রব্য পতন না হইলে, অতি কাল ব্যাপিয়া কুস্বর করিয়া, আর অনবস্থিত পদ, অতি দ্রুত, অতি বিলম্বিত, অতি ক্লীব, অধিক উচ্চৈস্বরে ও অতি নীচ স্বরে অধ্যয়ন অভ্যাস করিবে না। সময় অতিবাহিত করিবে না, নিয়ম ভঙ্গ করিবে না, রাত্রিতে বিদেশে ভ্রমণ করিবে না, আর সন্ধ্যা কালে আহার, অধ্যয়ন, স্ত্রী সম্ভোগ, নিদ্রা সেবা করিবে না, আর বালক, বৃদ্ধ, লুব্ধ মূর্খ, ক্লিষ্ট ও ক্লীব সহ সখ্যতা করিবে না। আর মদ্য, ক্রীড়া, বেশ্যাপ্রসঙ্গ, ইচ্ছা করিবে না। গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিবে না, কোন বিষয়ে অবজ্ঞা করিবে না, অহ-ঙ্কারী হইবে না, কার্য্যদক্ষ, অপ্রতিকুল অর্থাৎ অবিরোধী ও অনিন্দুক, আর সমাচারী ব্যক্তির নিন্দা করিবে না গরুদিগের প্রতি দণ্ড উত্তোলন করিবে না, আর বৃদ্ধ, গুরু, সহকারী দল, রাজা ইহাদিগের নিন্দার দ্বারা খর্ব্ব করিবে না। অধিক বাক্যব্যয় করিবে না। আর বান্ধব, অনুগত, বিপদে সাহায্যকারী, আর গোপনীয় জানেন, তাহাদিগকে বাটী হইতে বহিস্করণ করিবে না, অত্যন্ত অধীর, উচ্ছ্রিত সত্ব হইবে না। আর দুঃখ শীলাচার ও উপচার অর্থাৎ কোন বিষয়ে অনুরক্ত হইবে না। সকলকেই বিশ্বাস

করিবে না। আর সকলকে ভয় করিবে না, আর সর্ব্বকালেই বিচার শীল হইবে না। আর কার্য্যকাল অতিপাত করিবে না। পরীক্ষা না করিয়া কোন বিষয়ে প্রবেশ করিবে না। ইন্দ্রিয়ের বশ-বর্ত্তী হইবে না, চঞ্চল মন হইয়া সর্ব্বদা ভ্রমণ করিবে না। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়দিগকে অতি ভার প্রদান করিবে না। কার্য্যে দীর্ঘসূত্রী হইবে না। ক্রোধ ও হর্ষকে সর্ব্বদা ধারণ করিবে। শোকের বশবর্ত্তী হইবে না। সিদ্ধ হইলে হর্ষ বোধ করিবে না, সিদ্ধ না হইলে দুঃখ প্রকাশ করিবে না। নিরন্তর প্রকৃতি স্মরণ করিবে। আর কারণ পরাক্রম নিশ্চয় করিবে ও কারণ সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রত্যহ করিবে, আমি কার্য্য করিব এই কথা বলিয়া কাহাকে আশ্বাস দিবে না, বীর্য্য ত্যাগ করিবে না, অপবাদ অনুস্মরণ করিবে না আর অশুচি, মত্ত, ঘৃত, আতপ তণ্ডুল, তিল, কুশা, সর্ষপ বিনা অগ্নিতে হোম করিবে না। আমার মঙ্গল হইবে এই কথা বলিয়া আপনার আত্মাকে আশ্বাস করিবে ও আমার শরীর হইতে অপগমন না করে অগ্নি, বায়ু, আমার প্রাণ ধারণ করুক, বিষ্ণু অর্থাৎ স্থিতি আমাকে বল দান করুন, ইন্দ্র (কূটস্থ) আমার বীর্য্য দান করুন, আর জল আমার শরীর পোষণ করুক, ও দুই কালে শরীর মার্জ্জন করিবে আর হস্ত পদে তৈল মর্দ্দন করিয়া অবগাহন করিবে, জলের দ্বারায় আপনার হৃদয়, শীর, ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞান, দান, মৈত্রী, কারুণ্য, হর্ষাপেক্ষ (অর্থাৎ হর্ষকে গ্রহণ করি-তেছে) প্রশম পর হউক, জল অর্থাৎ কারণবারি তিনিউপযুক্ত কর্ম্ম সকল বিনা সম্যক প্রকারে আচরণ করিবে ও তাহাতে সর্ব্বদা অমুস্থিতি করে—তিনি সাধুগণের প্রশংসিত ও জন সমাজে যশস্বী হইয়া শত বর্ষের অধিক আয়ু প্রাপ্ত হইবেন, আর ধর্ম্ম, অর্থ,

মিত্রতা সম্যকরূপে ভোগ করিবেন। এই নিমিত্ত সকল লোকেরই সর্ব্বকালে উল্লিখিত সদ্বৃত্ত সকল সৎকার পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, আর ইহাতে যে সকল সৎবৃত্ত উক্ত হইল না, তাহা শ্রবণ করিলে তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

সমাপ্ত।

ঋতুচর্য্যা।

—— * ——

এই ঋতুর নিয়মানুসারে সর্ব্বদা চলিলে অর্থাৎ আহার ব্যবহারাদি সম্যকরূপে করিলে, আয়ু বৃদ্ধি ও নিরাময় শরীর হয়। এই নিমিত্ত যে যে ঋতুতে যে প্রকার আহার ও যে প্রকার বিহার এবং যে যে বস্তু যে যে ঋতুতে অনিষ্ট উৎপাদন করে, তাহা বিশেষ প্রকারে এ স্থানে প্রদর্শন করা হইতেছে।

পৃথিবীতে যাহাকে বৎসর বলে, ঋতু বিভাগের দ্বারায় তাহা ৬ অংশে বিভক্ত। তাহার মধ্যে যে কালে সূর্য্য উত্তরাভিমুখে গমন করেন, তাহাকে উত্তরায়ণ বহে। এই ঋতু শিশির কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্ত গ্রীষ্ম পর্য্যন্ত থাকে, আর যখন সূর্য্য দক্ষিণ দিকে গমন করেন, তাহাকে দক্ষিণায়ণ কহে। এই কাল বর্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎ ও হেমন্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করে, ইহাকে বিসর্গও বলে, ও উত্তরায়ণকে আদান বলে। এ উভয়ের মধ্যে বিসর্গ কালে অতিরক্ষ বায়ু প্রবাহিত হয় না, কিন্তু আদান কালে রক্ষ বায়ু প্রবাহিত হয়। আর বিসর্গ কালে চন্দ্র অব্যাহত বল হইয়া শিশির রশ্মির দ্বারায় জগতের সমস্ত বস্তুকে নিত্য পোষণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত বিসর্গ কালকে সৌম্য বলে; আদান কালে অগ্নির ক্রিয়া আধিক্য থাকে। আর সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্র, ইহারা কাল স্বভাব কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়া কাল ঋতু জগতের ষড রস, আর বাত, পিত্ত, কফ,

বেগ ধারণ করিবেনা	রোগ
মূত্র	বস্তি ও লিঙ্গশূল, দুই কুঁচাক আকৃষ্টবৎ, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃপীড়া
মল	পক্কাশয় বা শিরশূল, বাৎকর্ম্ম ও মলরোধ, পায়ের ডিমে পীড়া উদর ফোলা।
শুক্র	অণ্ডকোশ ও লিঙ্গশূল, গা মোড়া, হৃদয়ে ব্যথা, মূত্রকৃচ্ছ্র বা বন্ধ।
বাত	বায়ু নিঃসরণ ও মলবেগ বন্ধ পেট ফোলা, ক্লান্তি বোধ, শরীরের পীড়া, উদরে বায়ু বিকার
বমি	কণ্ডু, ফুস্‌কুড়ি, অরুচি, শোথ পাণ্ডু, জ্বর, কুষ্ঠ, গাবমি বমি গলিত ক্ষত।
হাঁচি	ঘাড়ের দুই শির পীড়া, গাল …